Peace

الأحاديث القدسية

বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদ্সী

মূল

সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

বাছাইকৃত
১০০ হাদীসে কুদসী

বাছাইকৃত
১০০ হাদীসে কুদসী

মূল

সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান

অনুবাদ

ডা. হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুছাইন

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও: আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বাছাইকৃত
১০০ হাদীসে কুদসী

প্রকাশক

নারী প্রকাশনী

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৫-৭৬৮২০৯, ০২-৯৫৭১০৯২

দ্বিতীয় সংস্কার : ডিসেম্বর – ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : এস আর প্রেস, সূত্রাপুর

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা।

ISBN-978-984-8885-27-7

হাদীসে কুদ্সী (حَدِيْثٌ قُدْسِىٌّ) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করে, যেমন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহ্র নিকট থেকে সরাসরি সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ; আর হাদীসে কুদসীর শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু এর অর্থ, ভাব ও বিষয়বস্তু আল্লাহ্র নিকট থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত।

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ـ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ـ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী রাসূলদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং তার পবিত্র পরিবার-পরিজন বংশধর ও সঙ্গী-সাথীগণের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা ঈমানের সাথে তাদেরকে অনুসরণ করবে তাদের ওপর।

মহান রাব্বুল আলামীন বলেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের (জীবনাদর্শের) মাঝেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। (সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-২১)

নবী করীম ﷺ-এর জীবনাদর্শ বা সীরাত বলতে বুঝায় তাঁর কথা, কাজ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন বা অসমর্থন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ। আর এ সবকে এক কথায় হাদীস বা সুন্নাহও বলা হয়। তবে হাদীস, সুন্নাহ ও সীরাতের মাঝে কিছু পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। আর এ সুন্নাহ বা হাদীসকে আঁকড়িয়ে ধরা তথা সুন্নাহ অনুসারে আমল করার জন্য নবী করীম ﷺ-এর বহু বাণীর মধ্যে নিম্নোক্ত বাণীটি অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا – كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ.

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয়কে রেখে গেলাম- যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দু'টি বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবেনা : আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।

সুতরাং বুঝা গেল যে, কুরআনের পরেই হাদীসের গুরুত্ব। হাদীসের মধ্যে আরও এমন কিছু হাদীস আছে যেগুলি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, যেগুলি মূলত: আল্লাহর কথা তবে নবী করীম ﷺ-এর ভাষায়। সেগুলোকে হাদীসে কুদসী (পবিত্র-হাদীস) বলা হয়। অত্র পুস্তকে এমন একশত দশটি হাদীসের বঙ্গানুবাদ করে দেওয়া হলো। তবে আমি অধম এ কাজের যোগ্য নই।

কিন্তু পিস পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী জনাব মাও: রফিকুল ইসলাম সাহেবের এক প্রকার জোর জবরদস্তিমূলক তাগিদের কারণেই আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি এর বঙ্গানুবাদের কাজে হাত দিই। এটি মূলত একটি সংকলিত পুস্তক ছিল। এটিকে সঙ্কলন ও ইংরেজীতে এর অনুবাদ করা হয় আরব দেশ থেকে। আমি এ ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় এ পুস্তিকার অনুবাদ করেছি মাত্র। কেননা, আমাকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য সংকলিত হাদীসের ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত পুস্তিকা দেয়া হয়।

তবে আমি অনুবাদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ইংরেজী অনুবাদকের অনুসরণ না করে সরাসরি মূল আরবী থেকে অনুবাদ করেছি। পিস পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত আমার পূর্ব অনুবাদকৃত পুস্তক হতাশ হবেন না'- বা Dont be sad এর বঙ্গানুবাদ- যেমনভাবে আক্ষরিক অনুবাদ করেছি। এ পুস্তিকাটি কিন্তু সেভাবে আক্ষরিক অনুবাদ না করে বরং ভাবানুবাদ করেছি। পাঠকগণ যাতে সহজে হাদীসে রাসূল ﷺ বা নবীজীর সুন্নাহ বুঝতে পারেন সে কারণেই এমনটি করেছি। এ পুস্তক চলিত ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে– যাতে সহজ পাঠ্য হয়। পাঠকদের জন্য খুব সহজে হাদীসগুলো খুঁজে বের করার জন্য তথ্যগুলো মাকতাবাতুল শামেলা থেকে নেয়া হয়েছে।

যে সব কথা মন্তব্য ও পাদটীকা বন্ধনীর মধ্যে আছে– তার অধিকাংশই বঙ্গানুবাদ কর্তৃক সংযোজিত।

অত্র পুস্তিকাতে অতি প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ের সমাহার ঘটানো হয়েছে। যার কারণে এর বঙ্গানুবাদ খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আর প্রয়োজনটাকে পিস পাবলিকেশন স্বত্বাধিকারী জনাব মাও : রফিকুল ইসলাম সাহেব অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। এজন্য আল্লাহ্ তাকে উত্তম পুরস্কার দিন এবং আমাদেরকেও এ পুস্তিকার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাছিল করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

সূচিপত্র

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حَدِيْثٌ) মানে নতুন, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে–তাই হাদীসের আরেক অর্থ হলো কথা। ফকীহ্গণের পরিভাষায় নবী করীম ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলা হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসেবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত: কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা গৃহীত হয়েছে তাকে কাওলী (বাণী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়।
দ্বিতীয়ত: মহানবী ﷺ এর কাজ-কর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভিতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি সুস্পষ্ট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়।

তৃতীয়ত: সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজে নবী করীম ﷺ এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ (سُنَّةٌ)। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি নবী করীম ﷺ অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাহ বলা হয়। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাহ। কুরআন মাজীদে মহত্তম ও গ্রহণযোগ্য আদর্শ (اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

বলতে এ সুন্নাহকেই বোঝানো হয়েছে। ফিক্‌হ পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদাতরূপে যা করা হয় তা বোঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। হাদীসকে আরবি ভাষায় খবর (خَبَرٌ)—ও বলা হয়।

তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বোঝায়।

আসার (اَثَارٌ) শব্দটিও কখন কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীগণের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

১. সাহাবী (صَحَابِيٌّ) : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী বলে।

২. তাবিঈ (تَابِعِيٌّ) : যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

৩. মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

৪. শাইখ (شَيْخٌ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শাইখ বলে।

৫. শাইখাইন (شَيْخَيْنِ) : সাহাবীদের মধ্যে আবূ বকর ও ওমর (রা)-কে একত্রে শাইখাইন বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে একত্রে শাইখাইন বলা হয়।

৬. **হাফিজ** (حَافِظٌ) : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হাফিজ বলা হয়।

৭. **হুজ্জাহ** (حُجَّةٌ) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হুজ্জাহ বলা হয়।

৮. **হাকিম** (حَاكِمٌ) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

৯. **রিজাল** (رِجَالٌ) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (أَسْمَاءُ الرِّجَالِ) বলা হয়।

১০. **রিওয়ায়াত** (رِوَايَةٌ) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এ কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

১১. **সনদ** (سَنَدٌ) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

১২. **মতন** (مَتَنٌ): হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

১৩. **মারফূ** (مَرْفُوْعٌ) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মারফূ' হাদীস বলে।

১৪. **মাওকূফ** (مَوْقُوْفٌ) : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اٰثَارٌ)।

১৫. **মাকতূ'** (مَقْطُوْعٌ) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ' হাদীস বলা হয়।

১৬. **তা'লীক** (تَعْلِيْقٌ) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক্ব

বলা হয়। কখনো কখনো তা'লীক্বরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক্ব' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ্ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক্ব' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীক্বেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এ সমস্ত তা'লীক্ব হাদীস মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৭. মুদাল্লাস (مُدَلَّسٌ) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শাইখের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সে হাদীস শুনেননি-সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদ্‌লীস বলে। যিনি এরূপ করেন তিনি মুদাল্লিস। আর তিনি তাদলীস করতে পারবেন যিনি একমাত্র সিকাহ্ রাবী থেকেই তাদ্‌লীস করেন অথবা তিনি আপন শাইখের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

১৮. মুযতারিব (مُضْطَرِبٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারিব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এ সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এ ধরনের রিওয়ায়াতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

১৯. মুদ্‌রাজ (مُدْرَجٌ) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্‌রাজ এবং এরূপ করাকে ইদরাজ' বলা হয়। ইদ্‌রাজ হারাম।

২০. মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

২১. মুনক্বাতি' (مُنْقَطِعٌ) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত

হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনক্বাতি' হাদীস আর এ বাদ পড়াকে ইনক্বিতা' বলা হয়।

২২. মুরসাল (مُرْسَلٌ) : যে হাদীসের সনদের ইনক্বিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে, এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

২৩. মুতাবি' ও শাহিদ (مُتَابِعٌ وَشَاهِدٌ) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতাবি' বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদাহ বলে। মুতাবা'আহ ও শাহাদাহ্ দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

২৪. মু'আল্লাক্ব (مُعَلَّقٌ) : সনদের ইনক্বিতা' প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ, সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক্ব হাদীস বলা হয়।

২৫. মা'রূফ ও মুনকার (مَعْرُوْفٌ وَ مُنْكَرٌ) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মাকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মাকবুল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলা হয়। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২৬. সহীহ (صَحِيْحٌ) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

২৭. হাসান (حَسَنٌ) : যে হাদীসের কোন রাবীর যব্‌ত বা স্মৃতিশক্তি গুণের পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাঁকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান নির্ধারিত করেন।

২৮. যঈফ (ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়। অন্যথায় নবী করীম ﷺ এর কোন কথাই যঈফ বা দূর্বল নয়।

২৯. মাওযূ' (مَوْضُوْعٌ) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০. মাতরূক (مَتْرُوْكٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত; তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

৩১. মুবহাম (مُبْهَمٌ) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে-এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩২. মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) : যে হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) লাভ হয়।

৩৩. খবরে ওয়াহিদ (خَبَرٌ وَاحِدٌ) : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এ হাদীস তিন প্রকার।

৩৪. মাশহূর (مَشْهُوْرٌ) : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।

৩৫. আযীয (عَزِيْزٌ) : যে সহীহ্ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলা হয়।

৩৬. গরীব (غَرِيْبٌ) : যে সহীহ্ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

৩৭. হাদীসে কুদ্সী (حَدِيْثٌ قُدْسِيٌّ) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করে, যেমন আল্লাহ তার রাসূল ﷺ কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

৩৮. মুত্তাফাক আলাইহ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহ্ হাদীস বলে।

৩৯. আদালাত (عَدَالَتٌ) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বোঝায়।

৪০. যব্ত (ضَبْطٌ) : যে স্মৃতি শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যব্ত বলা হয়।

৪১. ছিকাহ (ثِقَةٌ): যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যব্ত বা স্মৃতিশক্তি উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিকাহ সাবিত (ثَابِتٌ) বা সাবাত (ثَبَةٌ) বলা হয়।

তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য

١. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَاَزِيْدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهٗ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً لَايُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَقِيْتُهٗ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً .

১. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি কল্যাণমূলক কাজ করবে তার জন্য রয়েছে অনুরূপ দশটি কল্যাণমূলক পুরস্কার এমনকি আমি তা আরো বাড়িয়ে দিব। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করবে তার জন্য রয়েছে অনুরূপ একটি মন্দ প্রতিদান অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দিব (যদি সে আমার নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায় ও ভবিষ্যতে মন্দ কাজ না করার অঙ্গীকার করে)। আর যে ব্যক্তি আমার (আনুগত্যের) প্রতি এক বিঘত (আধ হাত) এগিয়ে আসবে আমি তার (কল্যাণের) প্রতি এক হাত এগিয়ে আসব।

আর যে ব্যক্তি আমার (আনুগত্যের) প্রতি এক হাত এগিয়ে আসবে আমি তার (কল্যাণের) প্রতি এক বাঁও (প্রসারিত দুই বাহু পরিমাণ) এগিয়ে আসব। আর যে ব্যক্তি আমার (আনুগত্যের) দিকে হেঁটে আসবে আমি তার (কল্যাণের) দিকে দৌড়িয়ে যাব। আর যদি কেউ আমার সাথে শিরক না করে (অর্থাৎ আমার সাথে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত না করে) পৃথিবী সম বিশাল গুনাহ্ (পাপ) নিয়েও আমার সামনে হাজির হয় (অর্থাৎ আমার নিকট ক্ষমা চায় ও তওবা করে) তবে আমিও তার সামনে অনুরূপ (পৃথিবীসম)

বিশাল ক্ষমা নিয়ে হাজির (উপস্থিত) হব (অর্থাৎ তার প্রতি বিশাল ক্ষমা প্রদর্শন করব)।

(এ হাদীসটি সহীহ এবং সহীহ মুসলিম : ৭০০৯, ইব্‌নে মাজাহ্ ও মুস্‌নাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।)

নোট : আরেকটি হাদীসে নববীতে আছে : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করে তাঁর সামনে হাজির হবে (অর্থাৎ শির্‌ক করার পর তওবা না করেই মারা যাবে) সে জাহান্নামে (দোজখে) প্রবেশ করবে। (সহহি মুস্‌লিম)

٢. عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مُجَادَلَةُ اَحَدِكُمْ فِى الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهٗ فِى الدُّنْيَا بِاَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِىْ اِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ اُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا فَاَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ؟ قَالَ فَيَقُوْلُ اِذْهَبُوْا فَاَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ. قَالَ فَيَاْتُوْنَهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ النَّارُ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ اِلٰى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا قَدْ اَخْرَجْنَا مَنْ اَمَرْتَنَا. قَالَ وَيَقُوْلُ : اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ وَزْنُ دِيْنَارٍ مِنَ الْاِيْمَانِ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ وَزْنُ نِصْفِ دِيْنَارٍ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ وَزْنُ ذَرَّةٍ .

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ : مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اِلٰى ... عَظِيْمًا.

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে নাকি নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মুমিনদের চেয়েও বেশি তর্ক করবে। যে সব মু'মিনদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে তাদের ব্যাপারে তাঁরা (জান্নাতী মু'মিনগণ) তাঁদের প্রভুর সাথে তর্ক করবে।

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন : তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (এসব) ভাইয়েরা আমাদের সাথে সালাত পড়ত, আমাদের সাথে রোযা রাখত এবং আমাদের সাথে হজ্জ্ব করত অথচ (আশ্চর্যের বিষয় এই যে) আপনি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন? নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : যাও তাদের মাঝ থেকে তোমরা যাদেরকে চিনতে পার তাদেরকে তোমরা বের করে নিয়ে আস।

নবী করীম ﷺ বলেন : তাঁরা তাদের নিকট যেয়ে তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে। তাদের মাঝে কেউ কেউ এমন থাকবে যাদের পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত আগুণ ধরে যাবে। তাঁরা তাদেরকে বের করে আনবে এবং বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তাদেরকে বের করে এনেছি যাদেরকে বের করে আনার জন্য আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন। এরপর নবী করীম ﷺ বলেছেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : যাদের অন্তরে এক দীনার ওজন পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকেও (দোজখ থেকে) বের করে আন। তারপর বলবেন : যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার ওজন পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে আন।

এমনকি একথাও বলবেন যে, যাদের অন্তরে অনুপরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকেও (জাহান্নাম থেকে) বের করে আন। (ঈমান আছে বলতে দুনিয়াতে থাকাকালে ঈমান ছিল সে কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর

পরতো নবীদের কথার সত্যতা দেখে সকল কাফেরাই ঈমান আনবে। কিন্তু সে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।)

উপরিউক্ত হাদীস খানা সহীহ্ এবং নাসায়ী হাদীস : ৫০৫২ ও ইব্নে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসখানা বর্ণনা করে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন : যে ব্যক্তি এ হাদীসখানাকে সত্য বলে মানেনা সে যেন নিম্নোক্ত এ আয়াতখানি পড়ে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ .... عَظِيْمًا.

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না এবং যাকে ইচ্ছা শির্ক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ্ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে সে মহাপাপ করে।

(সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-৪৮)

শিরক তথা আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা বিপদ

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ وَّغَبَرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ : اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِىْ؟ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ : فَالْيَوْمَ لَا اَعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ : يَا رَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِىْ اَنْ لَا تُخْزِيَنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ، فَاَىُّ خِزْىٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِى الْاَبْعَدِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْرَاهِيْمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهٖ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ.

৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরের সাথে এমন করুনা উদ্রেককারী অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন যে, তাঁর পিতার মুখমণ্ডল তখন ধুলিমলিন থাকবে। তখন ইব্রাহীম (আ) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন : আমি কি আমাকে নবী হিসেবে অস্বীকার করতে আপনাকে নিষেধ করিনি? তাঁর পিতা বলবেন : আজতো আমি তোমাকে নবী হিসেবে অস্বীকার করিনা। তখন ইব্রাহীম (আ) বলবেন : হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো আমাকে কিয়ামতের দিন অপমানিত না করার ওয়াদা (অঙ্গীকার) দিয়েছিলেন।

সুতরাং আমার হতভাগা পিতার চেয়ে আর কোন অপমান আমার জন্য আজ কি কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত (বেহেশত) হারাম করে দিয়েছি। তারপর কথা হবে : হে ইব্রাহীম দেখ! তোমার পায়ের নীচে কী? যখনই ইব্রাহীম (আ) তাকাবেন অমনি তিনি তাঁর পিতাকে ময়লামাখা এক হায়না (হিসেবে) দেখতে পাবেন। তারপর এটার পায়ে ধরে এটাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

(সহীহ্ বুখারী হাদীস : ৩৩৫০)

নোট : পুত্র (নবী) ইবরাহীম (আ)-এর সুপারিশ সত্ত্বেও পিতা আযরকে কুফুরির কারণে ক্ষমা করা হবে না এবং তাকে একটি জানোয়ারে রূপান্তরিত করা হবে ও দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কাফিররা (মু'মিনদের) যেমনই আত্মীয় হোক না কেন– চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। তারা জাহান্নামে সে সব আযাবের (শাস্তির) যাতনা ভোগ করবে যে সব শাস্তির ভয় আল্লাহ্র রাসূলগণ বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে দেখিয়েছেন।

٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ

فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ اٰدَمَ أَنْ لَاتُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِيْ.

৪. আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত দোজখবাসীর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন : তোমার মুক্তিপণ দেয়ার মত দুনিয়াতে যদি কিছু থাকত তবে কি তুমি তা তোমার মুক্তিপণ দিতে? তখন সে বলবে : হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তুমি আদম (আ)-এর মেরুদণ্ডে থাকাকালে আমি তোমার নিকট এর চেয়ে সহজ একটি বিষয় আশা করেছিলাম, আর তা হলো যে, তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবেনা, অথচ তুমি তা অমান্য করেছ। (এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী : ৬৬৫৭)

মুনাফিকির (কপটতার) বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

٥. عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا : وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ : إِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً .

৫. মাহ্‌মুদ ইব্‌নে লবীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভয়ংকর যে বিষয়ের আশংকা আমি করি তা হলো ছোট শিরক। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন : হে আল্লাহর রাসূল। ছোট শির্‌ক কি? নবী করীম ﷺ বলেন : তা হলো রিয়া বা মুনাফিকি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ যখন মানুষকে তাদের কাজের প্রতিদান

দিবেন তখন তিনি মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে বলবেন: যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা নেক আমল করতে তাদের নিকট গিয়ে দেখ তোমরা কোন প্রতিদান পাও কিনা। (এ হাদীসটি সহীহ মুসনাদে আহমাদ : ২৩৬৮০)

নোট : রিয়া অর্থ প্রদর্শনী বা লোক দেখানো অর্থাৎ কোন কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের (অর্জনের জন্য) করা না হলে তাকে রিয়া বলে। আর এ কারণেই রিয়া মুনাফিকিও (কপটতা) বটে।

٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ .

৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আমি শির্কের মুখাপেক্ষী নই। যে ব্যক্তি তার কাজে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করবে আমি তাকে এবং তার কাজকে পরিত্যাগ করব। (এ হাদীসটি সহীহ্, মুসলিম : ৭৬৬৬)

নোট : শির্ক (অংশীবাদ) এমনই পাপ যে, যদি শির্ককারী (মুশরিক) তাওবা ছাড়া মারা যায় তবে কখনও তাকে ক্ষমা করা হবেনা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক করে- আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন এবং দোজখ হবে তার আবাস।

সকল কাজে বিশুদ্ধ নিয়্যাত আবশ্যক

٧. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ : كَذَبْتَ،

وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ
عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ
وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ :
فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ :

تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ : كَذَبْتَ
وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ
قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ
فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ
كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ
فِيْهَا؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا
اَنْفَقْتُهٗ فِيْهَا لَكَ قَالَ : كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ
جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى
النَّارِ۔

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন প্রথমে এক শহীদ ব্যক্তিকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হবে। তারপর তাকে সেসব নি'আমতের কথা জ্ঞাত করানো হবে যা (দুনিয়াতে) তাকে দেয়া হয়েছিল, আর সেও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্ তাকে প্রশ্ন করবেন: এসব নি'আমতের ব্যাপারে তুমি কী করেছ? সে বলবে : আমি আপনার জন্য জেহাদ করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোক তোমাকে বীরযোদ্ধা বলবে।

আর তা তো তোমাকে বলা হয়েছিল। তারপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে। তখন তাকে ওপর করে (নাকে খত দিয়ে) টেনে হেঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে (দুনিয়াতে) ইল্‌ম শিখত ও অপরকে তা শিখাত এবং কুরআন তিলাওয়াত করত। তাকে হাজির করে আল্লাহ্ তাকে সেসব নি'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন যা দুনিয়াতে তাকে দেয়া হয়েছিল।

আজকেও তা স্মরণ করতে পারবে (স্বীকার করবে)। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন : তুমি এসব নি'আমতের ব্যাপারে কী করেছ? লোকটি বলবে : আমি ইল্‌ম অর্জন করেছি ও অপরকে তা শিখিয়েছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এজন্য ইল্‌ম অর্জন করেছ যে, তোমাকে আলেম বলা হবে এবং এ কারণে কুরআন পড়েছ যে, তোমাকে ক্বারী (সাহেব) বলা হবে। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে। তখন তাকে নাকে খত দিয়ে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর সে ব্যক্তিকে হাজির করা হবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধনী বানিয়েছিলেন এবং সব ধরনের ধন-দৌলত দান করেছিলেন। আল্লাহ্ তাকে সে সব নি'আমতের কথা জানাবেন যা তাকে (দুনিয়াতে) দেয়া হয়েছিল। তখন সেও তা স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন: এসব নি'আমতের ব্যাপারে তুমি কী করেছ? সে বলবে : যে পথে খরচ করাকে আপনি পছন্দ করতেন আমি আপনার উদ্দেশ্যে সে পথে খরচ করেছি।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি এ কাজ এজন্য করেছ যে, মানুষ তোমাকে দানবীর বলবে এবং তোমাকে তা বলা হয়েছে আর এভাবে তুমি এর প্রতিদান পেয়ে গেছ; সুতরাং এখন আমার কাছে এর কোন প্রতিদান তোমার পাওনা নেই। অতপর তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দেয়া হবে। তাই তাকে নাকে খত দিয়ে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম : ৫০৩২ ও ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটিকে তাদের কিতাবে প্রথমে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

নোট : সকল কাজের পেছনেই সহীহ্ নিয়্যাত জরুরী। যদি আপনি লোক-দেখানোর জন্য দান করেন তবে, কোন পুরস্কার পাবেন না। কেউ যদি কাউকে পার্থিব উদ্দেশ্যে ভালবাসে তবে তা আখিরাতে (পুরস্কারযোগ্য বলে) গণ্য হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র খাতিরে (অন্যকে) ভালবাসা পরকালে মহাপুণ্য হিসেবে গণ্য হবে।

তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মাহাত্ম্য এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের শাস্তি

٨. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْشَرُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ : (صِنْفٌ) يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، (وَصِنْفٌ) يُحَاسَبُوْنَ حِسَابًا يَسِيْرًا ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، (وَصِنْفٌ) يَجِيْئُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ ذُنُوْبًا فَيَسْاَلُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُوْلُ : مَا هٰؤُلَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ عَبِيْدٌ مِنْ عِبَادِكَ فَيَقُوْلُ حُطُّوْهَا عَنْهُمْ وَاجْعَلُوْهَا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَاَدْخِلُوْهُمْ بِرَحْمَتِى الْجَنَّةَ ـ

৮. আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতগণকে তিনটি দলে

বিভক্ত করে হাশর (জামায়েত) করা হবে। একটি দল বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আরেকটি দলের সহজ হিসাব নেয়া হবে। তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপর দলটি পর্বতসম (পাহাড়ের মত বিশাল) পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে হাজির হবে। আল্লাহ্ তা'আলা জেনে শুনেই তাদের সম্বন্ধে (ফেরেশ্‌তাদেরকে) জিজ্ঞেস করবেন : এরা কারা? তারা বলবে : এরা আপনার বান্দা। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : এদের পাপের বোঝা সরিয়ে নিয়ে ইহুদী খ্রিষ্টানদের ঘাড়ে চাপাও এবং আমার করুণার বলে এদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। (এ হাদীসটি উত্তম (হাসান) এবং এটি মুস্‌তাদরাক হাদীস : ১৯৩)

যারা তাবিজ তুমার; ছেঁকা লাকানো বা দাগ পড়ান, উলকি বা ফুট্‌কি আঁকা এবং ভালমন্দ ও ফালনামা গণনার ধার ধারেনা তাদের মাহাত্ম্য (ফযীলত)

৯. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : عُرِضَتِ الْأُمَمُ بِالْمَوْسِمِ فَرَاَيْتُ اُمَّتِىْ فَاَعْجَبَتْنِىْ كَثْرَتُهُمْ وَهَيْئَتُهُمْ قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ اَرَضِيْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ قَالَ : وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرِقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ اٰخَرُ : اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ـ

৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কেয়ামতের দিন সকল জাতিকে হাজির করা হবে। তখন আমি আমার উম্মতের আধিক্য দেখে বিস্মিত হয়ে যাব। (তারা এত অধিক হবে যে,) তারা মাঠ–ঘাট পাহাড়-পর্বত সকল স্থান ছেয়ে ফেলবে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন : তুমি কি সন্তুষ্ট? আমি বলব : হে আমার প্রভু, হ্যাঁ, (আমি সন্তুষ্ট)! তখন তিনি বলবেন : এদের সাথে সত্তর হাজার (অর্থাৎ অগণিত) (ঈমানদার) লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা মাদুলি- তাবিজ তুমার; ছেঁকা লাগানো, কলঙ্কিত করা দাগ পড়ান, উলকি বা ফুটকি আঁকা এবং শুভাশুভ বিচার, ভাগ্যের ভাল–মন্দ গণনা ও ফালনামার ধার ধারেনা। তারা তাদের প্রভুর ওপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করে।

তখন উক্কাশাহ্ (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যাতে করে তিনি আমাকে তাদের দলভুক্ত করে নেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন (প্রার্থনা করলেন) : হে আল্লাহ্ তাঁকে তাঁদের দলভুক্ত করে নিন। এরপর (আরেকজন লোক) সাহাবী (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমার জন্যও প্রার্থনা করুন যাতে নাকি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে নেন। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : এ বিষয়ে উক্কাশাহ (রা) তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে বা তোমার আগে চলে গেছে।

(এ হাদীসখানা সহীহ (বিশুদ্ধ) এবং ইব্নে হিব্বান (র) তাঁর মাওয়ারিদুয যম্আন লি ইব্নে হিব্বান- مَوَارِدُ الظَّمْآنَ لِابْنِ حِبَّانِ -নামক কিতাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন।)

নোট : মাদুলি বা তাবিজ বলা হয় সে জিনিসকে বা ভূত-পেত্নী ও যাদু-টোনার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গলায় ধারণ করা হয়।

আল্লাহ্র দয়ার বিশালত্ব

١٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ .

১০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ্ বলেছেন : আমার রহমত (দয়া বা করুণা) আমার গজবকে (ক্রোধকে) ছাড়িয়ে গেছে। (এ হাদীসটি সহীহ্ মুস্‌লিম : ৭১৪৬)

বান্দার ওপর আল্লাহ্র রহমতের উদাহরণ

١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ : اِذَا اَرَادَ عَبْدِىْ اَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلَهَا فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا، وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِىْ فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ حَسَنَةً وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ حَسَنَةً، فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةٍ .

১১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : যখন আমার কোন বান্দা কোন পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন আমি কেরামান কাতিবীন ফেরেশতাদেরকে বলি যে পাপ কাজ না করা পর্যন্ত তাঁর আমলনামায় এর কোন পাপ লিখবে না। যদি সে এ পাপ কাজ করে তবে এর অনুরূপ একটি গুনাহ্ লিখবে (বেশি লিখবে না)। আর যদি সে আমার (ভয়ের বা মহব্বতের) কারণে সেই পাপকাজ পরিত্যাগ করে তবে তাঁর আমলনামায় একটি কল্যাণ (কাজের সওয়াব) লিখবে।

আর যখন সে কোন নেক আমল (আমলে সালেহ্ কল্যাণমূলক বা ভাল কাজ) করার ইচ্ছা (পোষণ) করে অথচ তখনও সে ভাল কাজ করেনি এমতাবস্থায় তখন তাঁর আমলনামায় একটি নেকী (সওয়াব) লিখবে। আর যদি সে সেই ভাল কাজ করে তবে তাঁর আমল নামায় অনুরূপ দশটি থেকে সাতশত পর্যন্ত ভালকাজের সওয়াব লিখবে।

(এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী : ৭৫০১, ইমাম মুস্লিম (র) ও ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : উপরিউক্ত এ হাদীসে সংক্ষেপে এ কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা পাপী বান্দাকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন যদি সে বান্দা আল্লাহ্র তাওহীদে (একত্ববাদ বা একেশ্বরবাদে) এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতে (রেসালাতে) ঈমান (বিশ্বাস) রাখে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এ কথাকে পুঁজি করে আল্লাহর রহ্মতের ওপর ভরসা করে ইচ্ছা করে পাপ করা যাবে। যে খাঁটি মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় আছে তাঁর উচিত কুরআন-হাদীসে যেমনটি আদেশ করা হয়েছে সে অনুযায়ী আমলে সালেহ্ (নেক আমল বা ধর্ম কর্ম) করা এবং পাপকাজ পরিহার করা।

যারা আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ হয় তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী

١٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كَانَ رَجُلَانِ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ اَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْاٰخَرُ مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَايَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْاٰخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُوْلُ اقْصُرْ فَوَجَدَهٗ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهٗ : اَقْصُرْ فَقَالَ : خَلِّنِىْ وَرَبِّىْ اَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيْبًا فَقَالَ : وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ اَوْ لَا يُدْخِلَكَ اللّٰهُ

الْجَنَّةَ فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
فَقَالَ :لِهٰذَا الْمُجْتَهِدِ : أَكُنْتَ بِيْ عَالِمًا؟ أَوْ كُنْتَ عَلٰى مَا
فِيْ يَدِيْ قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ : اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ
بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلْآخَرِ : اِذْهَبُوْا بِهِ اِلَى النَّارِ .

وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَوْ
بَقَتْ دُنْيَاهُ وَاٰخِرَتَهُ .

১২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : বনী ইসরাঈল জাতির মাঝে দুই সহধর্মী ছিল- তাদের একজন ছিল পাপী আরেকজন ছিল ইবাদতগুজার। আবেদ ব্যক্তি পাপী ব্যক্তিকে সর্বদাই পাপ কাজ করতে দেখত এবং তাকে উপদেশ দিত : তুমি পাপ কাজ ছাড়। একদিন তাকে পাপ কাজ করতে দেখে বলল : তুমি পাপ কাজ ছাড়। তখন পাপী বলল : আমাকে আমার প্রভুর সাথে বুঝাপড়া করতে দাও; তোমাকে কি আমার পাহারাদার হিসেবে পাঠানো হয়েছে নাকি! তখন ধার্মিক ব্যক্তি বল্‌ল : আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

তারা যখন উভয় মারা গেল তখন তাদেরকে বিশ্ব প্রভুর (সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক) সামনে হাজির করা হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ধার্মিক ব্যক্তিকে বললেন: তুমি কি আমার সম্বন্ধে জানতে? নাকি আমার ক্ষমতা তোমার হাতে ছিল? তারপর তিনি পাপী ব্যক্তিকে বল্‌লেন : যাও, আমার রহ্‌মতের গুণে জান্নাতে প্রবেশ কর। আর অপর জনের (ঐ ধার্মিকের) উদ্দেশ্যে (ফেরেশতাদেরকে) বললেন: একে দোযখে নিয়ে যাও। (এটি একটি উত্তম (হাছান) হাদীস এবং এটি সুনানে আবু দাউদ : ৪৯০১)

এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু হোরায়রা (রা) বলেন : যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি ঐ একটি কথাই ঐ ধার্মিকের দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস করে দিয়েছে।

নোট : এ হাদীস থেকে একথা বুঝা যায় যে, কেউ জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে এ কথা দাবী করা কারো উচিৎ নয়। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তিনি সে ফয়সালাই করবেন। ধার্মিক ব্যক্তির উচিৎ আল্লাহ্র খাতিরে ধর্মকর্ম (আমলে সালেহ্) করা ও পাপ কাজ ছাড়া। তার এমন কথা বলা উচিৎ নয় যা আল্লাহ্র কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। তাছাড়া আল্লাহ্র রহ্মত হতে নিরাশ হওয়াও অন্যায় বা ভুল।

١٣. عَنْ جُنْدُبٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَاللّٰهِ لَايَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اَنْ لَا اَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ اَوْ كَمَا قَالَ -

১৩. জুন্দুব (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক লোক বলেছিল : আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ অমুককে ক্ষমা করবেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলা (এর জবাবে) বললেন, যে লোক আমার কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবনা (সে শুনে রাখুক যে), আমি অমুককে ক্ষমা করে দিয়ে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে বাতিল করে দিয়েছি।

বর্ণনাকারী সাহাবী জুনদুব (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর নিজের স্মৃতি সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ খুব সম্ভবত এমন শব্দেই হাদীসটি বলেছেন।

(এ হাদীসটি মুসলিম : ৬৮৪৭ ও ইমাম তাবরাজির মুজামে কাবীরে বর্ণিত হয়েছে।)

নোট : এ হাদীস আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, মুসলমানের প্রয়োজন আল্লাহ্র প্রতি কোমল (হওয়ার) ধারণ পোষণ করা এবং আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার নাক গলানো উচিৎ নয়। কেননা, কেউ জানেনা যে, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহর ভয়

١٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيْمَا سَلَفَ - اَوْ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - قَالَ كَلِمَةً يَعْنِىْ اَعْطَاهُ مَالًا وَوَلَدًا فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيْهِ. اَىَّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا : خَيْرُ اَبٍ قَالَ : فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِزْ اَوْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا، وَاِنْ يُقَدِّرُ اللّٰهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا اِذَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ حَتّٰى اِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحِقُوْنِىْ اَوْ قَالَ فَاسْحِكُوْنِىْ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ رِيْحٍ عَاصِفٍ فَاَذْرُوْنِىْ فِيْهَا فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ : فَاَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَرَبِّىْ فَفَعَلُوْا ثُمَّ اَذْرُوْهُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُنْ فَاِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللّٰهُ : اَىْ عَبْدِىْ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ اَوْ فَرَقٌ مِنْكَ- قَالَ : فَمَا تَلَافَاهُ اَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا، وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا.

১৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-এর বরাতে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী এক লোককে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল তখন তিনি তার ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেন : আমি তোমাদের পিতা হিসেবে কেমন ছিলাম? তারা বললেন : আপনি পিতা হিসেবে উত্তম ছিলেন।

নবী করীম ﷺ বলেন, সে কোন নেক আমল করে আল্লাহ্‌র দরবারে জমা রেখেছিলেন। তাই সে তার ছেলেদেরকে বললেন : একথা খেয়াল রেখো, আমি যখন মারা যাব তখন আমার মৃত দেহকে জ্বালিয়ে দিবে ও এর কয়লাকে ভালভাবে পিষে বা পুড়িয়ে এর ছাইকে এক ঝড়ের দিনে বাতাসে উড়িয়ে দিবে। নবী করীম ﷺ বলেন, সে এ বিষয়ে তার সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল। (সে মারা যাওয়ার পর) তার ছেলেরা সে মতে তার মৃত দেহের ছাইকে এক প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ুর দিনে বাতায়ে উড়িয়ে দিল।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করলেন। হয়ে যাও" আর এমনিই যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গেল (হাজির হলো)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা তুমি এ কাজ কেন করেছ? তখন সে বললেন: আপনার ভয়ে আপনার সামনে হাজির না হওয়ার জন্য। এরপর নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁকে অনুগ্রহ (রহমত) করেছিলেন। নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দেননি।

(এ হাদীসটি সহীহ, বুখারী : ৭৫০৮ ও মুসলিম বর্ণিত হয়েছে।)

যে ব্যক্তি শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, আল্লাহ্‌ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান

١٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا اَحَبَّ عَبْدِىْ لِقَائِىْ اَحْبَبْتُ لِقَاءَهٗ، وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِىْ كَرِهْتُ لِقَاءَهٗ.

১৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : বান্দা যখন আমার সাক্ষাতকে ভালবাসে আমিও তখন তার সাক্ষাতকে ভালবাসি। আর যখন সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করে তখন আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

(এ হাদীসটি সহীহ্ বোখারী : ৭৫০৪ ও ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমান যখন মৃত্যুর-চিন্তা করে তখন সে জান্নাতে প্রবেশের আশা করে। অতএব, সে কমবেশি মৃত্যুকে পছন্দ করে। কিন্তু কাফেররা মৃত্যুকে ভয় করে। কেননা, জান্নাতের প্রতি তাদের না আছে কোন বিশ্বাস আর না আছে কোন আশা। যে ঈমানদার জান্নাতকে ভালবাসে সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের জন্য মৃত্যুকে ভালবাসে। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে ভালবাসেন।

মু'মিন ব্যক্তির যে পাপ আল্লাহ্ দুনিয়াতে গোপন রাখেন তিনি আখিরাতেও তার সে পাপ গোপন রাখবেন।

١٦. عَنْ صَفْوَانِ بْنِ مِحْرَزِ الْمَازِنِيْ (رضى) قَالَ : بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اٰخِذٌ بِيَدِهِ اِذْ عَرَضَ لَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّجْوَى؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهٗ وَيَسْتُرُهٗ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ : نَعَمْ اَىْ رَبِّ حَتّٰى اِذَا قَرَّرَهٗ بِذُنُوْبِهٖ وَرَاٰى فِىْ نَفْسِهٖ اَنَّهٗ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهٖ وَاَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

১৬. সফওয়ান ইব্নে মুহ্রিম মাযিনি (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক সময় আমি যখন ইব্নে ওমর (রা)-এর সাথে তাঁর হাত ধরে হাঁটতে ছিলাম

তখন হঠাৎ করে তাঁর সামনে এক লোক হাজির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনি গোপন কথা সম্বন্ধে কি বলতে শুনেছেন? ইব্নে ওমর (রা) বললেন : আমি (এ বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কেয়ামতের দিন বা হাশরের মাঠে বিচারের সময় আল্লাহ্ তা'আলা এক মু'মিন ব্যক্তিকে (তাঁর সামনে বিচারের কাঠগড়ায়) হাজির করে তাকে তাঁর দয়ার গুণে ক্ষমা করে দিবেন ও তার দোষত্রুটি গোপন করে রাখবেন এবং বলবেন : তুমি কি তোমার অমুক অমুক পাপের কথা জান? বা তোমার অমুক অমুক (পাপের) কথা কি তোমার মনে পড়ে? তখন সে বলবে, হ্যাঁ।

এভাবে সে তার সকল পাপের কথা স্বীকার করা পর্যন্ত কথা চলতে থাকবে। আর তখন সে নিজেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখতে পাবে। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আমি দুনিয়াতে তোমার এসব পাপ কাজকে গোপন রেখেছিলাম। আর আজও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। এরপর তাকে তার নেক আমলনামা দেয়া হবে (আর তার বদ আমলনামা গোপন করে রাখা হবে)।

আর কাফের ও মুনাফিকদের সম্বন্ধে সাক্ষীগণ বলবে : এরা তো সে সব লোক যারা দুনিয়াতে তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! জেনে রাখ! জালিম তথা সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর আল্লাহ্র লা'নত বা অভিশাপ।

(সহীহ্ বোখারী : ২৪৪১, মুসলিম ও ইব্নে মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : মহান আল্লাহ্র রহ্মত তথা দয়া ও করুণা এ দুনিয়াতেও দেখা যেতে পারে। এর একটি প্রমাণ এই যে, তিনি পাপীদের পাপকে গোপন করে রাখেন। যদি্ও তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞাতা (এবং ইচ্ছা করলেই তিনি তা প্রকাশ করে দিতে পারেন) এর আরো একটি প্রমাণ এই যে, তিনি সেই একই পাপকে আখিরাতেও ক্ষমা করে দিবেন। মহান আল্লাহ্ শাস্তিস্বরূপ এ দুনিয়াতে আপনার পাপকে প্রকাশিতও করে দিতে পারেন। সুতরাং সকলকেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দেখছেন।

মু'মিন লোকের মাহাত্ম্য

١٧. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِيْ وَاَنَا اَنْزِعُ نَفْسَهٗ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ .

১৭. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে : নবী করীম ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ্ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি আমার নিকট সর্বত ভাল। (কেননা), আমি যখন তাঁর দেহ থেকে রূহ বের করে নেই তখনও সে আমার প্রশংসা করে। (এ হাদীসটি হাছান (উত্তম) এবং মুসনাদে আহ্মদ : ৮৭১৬)

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ মু'মিনের মৃত্যু যন্ত্রণাকে মূল্যায়ন করেন (এবং এর বিনিময়ে তাকে পুরস্কার দিবেন) এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত এ মৃত্যু যন্ত্রণার সময় মু'মিন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র প্রশংসা করে তখন তিনি এটাকে আরো অধিক মূল্যায়ন করেন (অর্থাৎ এর বদলে তিনি তাকে আরো উত্তম পুরস্কার দিবেন)।

শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা বা ধোঁকা)

١٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِنَّ اُمَّتَكَ لَايَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتّٰى يَقُوْلُوْا : هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟

১৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ্ বলেছেন : (হে মুহাম্মদ ﷺ) আপনার উম্মতরা বরাবরই একথা বলবে যে, এটি কি? ওটা কি? বা এটা কিভাবে হলো? ওটা কিভাবে হলো? অবশেষে বলবে : ব্যাপারতো এই যে, আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? নাউযুবিল্লাহ!

একথা বলা থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ (আশ্রয়) চাই) (এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম : ৩৬৮)

নোট : আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন প্রশ্নের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে কাফের বানানোর ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখে। শয়তানের যে প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে আসুন, আমরা নিজেদেরকে এ প্রশ্ন করি যে, সৃষ্টিকুল সম্বন্ধে কি আমরা সব কিছু জানি? তবে কেন স্রষ্টা (এর সৃষ্টি) সম্বন্ধে প্রশ্ন করি? আল্লাহ্ সম্বন্ধে এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দিতে হবে তা সৃষ্টিজীব কখনও জানতে পারে না।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, আমাদের সবার জন্য তাঁর অস্তিত্ব স্পষ্ট। তাঁর অস্তিত্ব স্বয়ং তাঁর দ্বারাই। এ বিষয়ে "কীভাবে" এ প্রশ্নের উত্তর মানব মনের ধারণার বাইরে। সুতরাং এটা ভিত্তিহীন প্রশ্ন। কিন্তু, এ প্রশ্ন দ্বারা শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে চায়। আপনার মনে যদি শয়তানের এ ধরণের কুমন্ত্রণা থাকে তবে আপনাকে রক্ষা করার জন্য আপনি আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চান এবং বলুন : "আমি আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে (প্রেরিত পুরুষকে) বিশ্বাস করি।"

অহংকার ও গর্ব করা নিষেধ

١٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَلْعِزُّ اِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ يُنَازِعُنِىْ عَذَّبْتُهُ .

১৯. আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তারা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন: ইজ্জত হলো আমার লুঙ্গি স্বরূপ আর বড়ত্ব হলো আমার আলখেল্লা স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি এসব বিষয় পেতে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করে তাকে আমি শাস্তি দিব।

(এ হাদীসখানি সহীহ এবং এটিকে ইমাম মুসলিম (র), ইমাম ইব্‌নে মাজাহ্ (র) ও ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : অহংকার, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও মান-ইজ্জত হলো আল্লাহ্‌র গুণ। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বদা বিনীত থাকতে হবে এবং কখনও কোনক্রমে এসব গুণ তার নিজের প্রতি আরোপ করা উচিত হবেনা।

সময় নষ্ট করা নিষেধ বা সময়কে গালি দেয়া নিষেধ

٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

২০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আদম সন্তান সময়কে গালি দিয়ে বা সময় নষ্ট করে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই সময় (অর্থাৎ আমিই সময়ের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক), আমার হাতেই সকল কাজের ক্ষমতা, আমিই দিন-রাত্রিকে আবর্তিত করি।

(সহীহ হাদীস বুখারী : ৪৮২৬, মুসলিম, নাসায়ী ও আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

নোট : যেহেতু আল্লাহ তা'আলা দিন-রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেন সেহেতু সময়কে গালি দেয়া (বা সময় নষ্ট করা) পাপ কাজ এবং এ কাজ করা উচিৎ নয়। বিশেষ করে সময়কে গালি দেয়া (বা সময় নষ্ট করা) ইসলামে নিষিদ্ধ।

আদম সন্তান তার প্রভু সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে এবং তাঁকে গালি দেয়

٢١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : كَذَّبَنِىْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ لَنْ يُعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَاَنِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِهٖ، وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُوًا اَحَدٌ.

২১. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : বনি আদম আমাকে অবিশ্বাস করে বা আমার সম্বন্ধে মিথ্যারোপ করে অথচ তার এ কাজ করার অধিকার নেই এবং সে আমাকে গালি দেয় অথচ এ কাজ করার অধিকার তার নেই। সে বলে : আল্লাহ আমাকে প্রথম যেমনটি সৃষ্টি করেছেন তেমনটি আর কখনও আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না। অথচ তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা আমার পক্ষে যতটা সহজ তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করা ততটা সহজ (হওয়ার কথা) নয়।

অথচ তাকে প্রথম সৃষ্টি করতে আমাকে কোন বেগ পেতে হয়নি, শুধু বলেছি, হয়ে যাও! আর অমনি হয়ে গেছে। সুতরাং, তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা আদৌ (মোটেই) কঠিন নয়। আর আমাকে তার গালি দেয়া হলো তার একথা যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি এক, একক, অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে জন্ম দেইনি এবং আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমকক্ষ কেউ নয়। (সহীহ হাদীস বুখারী : ৪৪৮২ ও মুসলিম)

নোট : আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা বা তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করা হলো তাঁকে এক প্রকারে গালি দেয়া। মহান আল্লাহ্ হলেন এক ও একমাত্র ইলাহ্ (প্রভু বা ইলাহ)।

প্রত্যেকেই তার তক্বদীর অনুপাতে কাজ করবে

٢٢. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ (رضى) أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ : هٰؤُلَاءِ فِى الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِىْ، وَهٰؤُلَاءِ فِى النَّارِ وَلَا أُبَالِىْ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلٰى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ : عَلٰى مَوَاقِعِ الْقَدْرِ -

২২. আব্দুর রহমান ইব্‌নে ক্বাতাদাহ সালামী (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি (তিনি বলেছেন) : মহান আল্লাহ্ প্রথমে আদমকে (আ) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাঁর পিঠ থেকে সকল সৃষ্টিকে (মানুষকে) বের করেছেন। এরপর বলেছেন : এরা জান্নাতে যাবে আর ওরা যাবে জাহান্নামে। (একথা শুনে) একজন সাহাবী বলেন : তবে কি কারণে আমরা আমল করব। তখন নবী করীম ﷺ বলেন তাকদীর বা পূর্বধারিত ভাগ্য লিপি অনুযায়ী তোমরা আমল করবে। (অর্থাৎ যে জান্নাতে যাবে সে জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী আমলই করবে আর যে জাহান্নামে যাবে সে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত আমলই করবে।)

(এ হাদীসটি উত্তম হাছান, মুস্‌নাদে আহ্‌মাদে : ১৭৬৬০)

নোট : আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা। সুতরাং ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকাতেই তিনি প্রত্যেককে (তার কাজ অনুপাতে) জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অর্থাৎ বান্দার ভাগ্য বা তাক্বদীর আল্লাহ্‌র জানা আছে কিন্তু বান্দার তা আদৌ জানা নেই।

রাশি চক্রে অবিশ্বাসের মাহাত্ম্য

(٢٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ : مَا اَنْعَمْتُ عَلٰى عِبَادِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اِلَّا اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ : اَلْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ .

২৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রভু যা বলেছেন তোমরা কি তা জাননা। তিনি বলেছেন : আমি যখন আমার বান্দাদেরকে নি'আমত দান করি তখন তাদের কেউ কেউ কুফুরি করে বলে : রাত্রি চক্রই (নক্ষত্রপুঞ্জই) আসল এবং রাশিচক্র (নক্ষত্রপুঞ্জ) অনুসারেই (ভালমন্দ) সব কিছু ঘটে। নাউজুবিল্লাহ মিন্ যালিকা- আমরা একথা বলা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ (আশ্রয়) চাই। (এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম : ২৪১ ও ইমাম (র) নাসাঈ (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কাফেররা আল্লাহ্র সম্বন্ধে অন্যায় অপবাদ আরোপ করে অর্থাৎ তারা মনে করে এসব বিষয় ও দান (নি'আমত) তারকা ও গ্রহ-নক্ষত্রের কারণে ঘটে। কী ভুল ধারণা। রাশিচক্রমূলক কতগুলো বড় বড় তারকাকে (নক্ষত্রকে) তারা ভাল মন্দের কারণ মনে করে। এগুলোর কারণে (রাশিচক্রের কারণে) ভাল-মন্দ হয় এরূপ ধারণা কুফুরি-তা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।)

হতাশ হওয়া নিষেধ

(٢٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ فَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ

فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لَكَ : لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِىْ؟ قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : سَدِّدُوْا وَاَبْشِرُوْا ـ

২৪. আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তার কতিপয় সাহাবীদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা হাসছিল। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা কম হাসতে বেশি কাঁদতে। নবী করীম ﷺ এ কথার বলার পর জিব্রাঈল (আ) তাঁর নিকট এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বলছেন যে, আপনি কেন আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করছেন?" এরপর আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, এরপর নবী করীম ﷺ তাদের নিকট ফিরে গিয়ে বলেন : "তোমরা আশান্বিত হও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর অর্থাৎ তোমরা হাসি-খুশি ও সুখী থাক। (ইবনে হিব্বান, হাদীস : ১১৩)

নোট : যতক্ষণ আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্র রহ্মত তাঁর গযবের চেয়ে বেশি ততক্ষণ আশা আছে। বেহেশতের চারিধার কষ্টে ঘেরা আর দোজখের চারিধার আরাম-আয়েশে ঘেরা অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়া কাজ কঠিন আর জাহান্নামে যাওয়ার কাজ সহজ।

٢٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ : اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا . ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ. قَالَ : فَلَمَّا خَلَقَ النَّارَ قَالَ : يَاجِبْرِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ

فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهْوَاتِ ثُمَّ قَالَ : يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَبْقَى اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ـ

২৫. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করে জিব্রাঈলকে (আ) বলেছেন : যাও, জান্নাত দেখ। তখন জান্নাত দেখে এসে বলেন : হে প্রভু, আপনার ইজ্জতের কসম করে বলছি, যে-ই এর কথা শুনবে সে-ই- এতে প্রবেশ করতে চাইবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে কষ্টকর (কণ্টকাদি) জিনিস দ্বারা ঘিরে দিলেন। এরপর তিনি জিব্রাঈল (আ)-কে বললেন : এবার গিয়ে জান্নাত দেখে আস। তখন তিনি গিয়ে জান্নাত দেখে এসে বললেন : আমার আশংকা হয় কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

এরপর নবী করীম ﷺ বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করে জিব্রাঈলকে (আ) বললেন : যাও, গিয়ে জাহান্নাম দেখে আস। তাই তিনি জাহান্নাম দেখে বললেন : হে আমার প্রতিপালক আপনার ইজ্জতের কসম করে বলছি, এর কথা শুনলে কেউ এতে প্রবেশ করবেনা। এরপর আল্লাহ্ জাহান্নামকে আরাম-আয়েশের বস্তু দ্বারা ঘিরে দিলেন। তারপর বলেন : যাও, এবার গিয়ে জাহান্নাম দেখে আস। তাই তিনি পুনরায় গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসে বললেন : হে আমার প্রভু, আমার আশংকা হয় যে, এতে প্রবেশ করতে কেউ বাকী (বাদ) থাকবেনা অর্থাৎ সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে)।

(এ হাদীস খানা হাছান (উত্তম) এবং ইমাম আবু দাউদ : ৪৭৪৬, তিরমিযী, নাসাঈ আহ্মাদ ও হাকিম (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যারা আমলে সালেহ করে তাদের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু শয়তানের ধোকায় পড়ে মানুষ বিপথে চালিত হয় এবং পার্থিব লালসার

মোহে পড়ে। যার ফলে সে কুকাজ, মন্দকাজ বা পাপকাজ করে, যার কারণে জাহান্নামে যায়। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যারা কষ্ট স্বীকার করে তারা জান্নাতে আরাম আয়েশপূর্ণ চিরস্থায়ী আবাসস্থলে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিক বান্দাদের জন্য যা সৃষ্টি করে রেখেছেন

٢٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ : اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ـ

২৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ্ বলেছেন : আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছি যা কেউ কখনও শুনেনি, দেখেনি এবং ধারণাও করেনি। (এ হাদীসখানা সহীহ (বিশুদ্ধ) এবং বোখারী : ৩২৪৪, ইমাম মুস্লিম (র) ইমাম তিরমিযী (র) ও ইমাম ইব্নে মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেছেন।)

এ হাদীস বর্ণনা করার পর আবু হুরায়রা (রা) বলেন : এ বিষয়ে আপনি ইচ্ছা করলে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা (কুরআনের আয়াত) পড়ে দেখতে পারেন।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, কেউ জানেনা তাদের জন্য কী চোখ জুড়ানো জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৭)

আল্লাহ্ ঈমানদারদের জন্য জান্নাতে যা সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনাতীত ও ধারণাতীত কুরআনে জান্নাতের বর্ণনাই হয়েছে যা মানুষের ধারণাসাধ্য। কিন্তু আসলে জান্নাত মানুষের ধারণাতীত।

জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

٢٧. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ : هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَارَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ : اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا رَبِّ وَاَىُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ : اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا .

২৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন; হে জান্নাতের অধিবাসীগণ! তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার দরবারে হাজির এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য প্রস্তুত আর সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ বলবেন : তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তখন তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা সন্তুষ্ট হবনা, অথচ আপনি আমাদেরকে এমন সব নি'আমত দান করেছেন যা আপনি আপনার সৃষ্টির অন্য কাউকে দেননি।

তখন আল্লাহ বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম কিছু দিব না? এরপর জান্নাতবাসীগণ বলবে : হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে ভাল কোন জিনিস? তখন আল্লাহ বলবেন : আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাব এবং এরপর আর কখনও অসন্তুষ্ট হব না। (এ হাদীসটি সহীহ বোখারী : ৬৫৪৯)

বেহেশতবাসীদেরকে তাদের আকাঙক্ষা পূরণ করতে দেয়া হবে

٢٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ : اَوَ لَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ؟ قَالَ : بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ فَاَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَاؤُهُ وَتَكْوِيْرُهُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَذٰلِكَ يَاابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْئٌ. فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَنَجِدُ هٰذَا اِلَّا قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ فَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন নবী করীম ﷺ একটি হাদীস বলছিলেন, তখন তাঁর নিকট এক বেদুঈন লোক ছিল (আর হাদীসটি হলো) : এক জান্নাতবাসী তার প্রভুর নিকট জান্নাতে চাষাবাদ করার অনুমতি প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন : তুমি যা চেয়েছ তুমি কি তা পাওনি? লোকটি বলবে : হ্যাঁ, পেয়েছি কিন্তু, আমি চাষাবাদ করতে পছন্দ করি। এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে চাষাবাদ করার অনুমতি দিবেন তখন সে অবিলম্বে জমি চাষ করে বীজ বপন করবে, এরপর ফসল বড় হবে, শস্য পাকবে ও ফসল কাটার উপযুক্ত হবে। (এরপর ফসল কেটে) সে পাহাড়সমূহ ফসলের স্তুপ দিবে।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন ; হে বনী আদম, তোমাকে কোন কিছুই সন্তুষ্ট করতে পারেনা (বা কোন কিছুতেই তুমি সন্তুষ্ট হওনা)। তখন বেদুঈন লোকটি বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! এ লোকটি হয়তো কোরাইশ

গোত্রের নয়ত কোন আনসার হবে। কেননা, তারা কৃষক। আর আমরাতো কৃষক নই (সুতরাং এ লোক আর যে-ই হোন না- আমি নই)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে ফেল্লেন। (এ হাদীসটি সহীহ বোখারী : ৭৫১৯)

সবার শেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে

২৯. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِىْ مَرَّةً وَيَكْبُوْ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَاِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ اِلَيْهَا فَقَالَ : تَبَارَكَ الَّذِىْ نَجَّانِىْ مِنْكَ لَقَدْ اَعْطَانِى اللّٰهُ شَيْئًا مَا اَعْطَاهُ اَحَدًا مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فَتُرْفَعُ لَهٗ شَجَرَةٌ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ اٰدَمَ لَعَلِّىْ اِنْ اَعْطَيْتُكَهَا سَاَلْتَنِىْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ : لَا يَارَبِّ وَيُعَاهِدُهٗ اَنْ لَا يَسْاَلَهٗ غَيْرَهَا وَرَبُّهٗ يَعْذُرُهٗ لِاَنَّهٗ يَرٰى مَا لَا صَبْرَ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهٗ شَجَرَةٌ هِىَ اَحْسَنُ مِنَ الْاُوْلٰى فَيَقُوْلُ : اَىْ رَبِّ اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ لِاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا اَسْاَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ اَلَمْ تُعَاهِدْنِىْ اَنْ لَا تَسْاَلَنِىْ غَيْرَهَا؟ فَيَقُوْلُ : لَعَلِّىْ اِنْ اَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْاَلُنِىْ غَيْرَهَا

فَيُعَاهِدُهُ اَنْ لاَ يَسْاَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لاَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِىَ اَحْسَنُ مِنَ الْاَوْلَيَيْنِ فَيَقُوْلُ : اَىْ رَبِّ؟ اَدْنِنِى مِنْ هٰذِهِ لِاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لاَنَّهُ يَرَ مَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَاِذَا اَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ اَصْوَاتَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ : اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْهَا فَيَقُوْلُ : يَا اِبْنَ اٰدَمَ مَا يَصْرِيْنِىْ مِنْكَ؟ اَيُرْضِيْكَ اَنْ اُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ : يَارَبِّ اَتَسْتَهْزِىءُ مِنِّىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ . فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَلاَ تَسْاَلُوْنِىْ مِمَّ اَضْحَكُ؟ فَقَالُوْا : مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : مِمَّا تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : مِنْ ضَحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ : اَتَسْتَهْزِىءُ مِنِّىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ : اِنِّىْ لاَ اَسْتَهْزِىءُ مِنْكَ وَلٰكِنِّىْ عَلٰى مَا اَشَاءُ قَادِرٌ .

২৯. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সবশেষে যে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে সে একবার হাঁটবে, একবার হোঁচট খাবে, আরেকবার আগুনে পোড়া যাবে। যখন সে জাহান্নামের সীমানা পেরিয়ে যাবে তখন সে এর দিকে (জাহান্নামের দিকে) তাকিয়ে বলবে : আল্লাহ কতইনা মহান! তিনি আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা

করছেন এবং আমাকে এমন জিনিস (জান্নাত) দান করেছেন। যা তিনি আগের ও পরের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাউকে দান করেন নি। এরপর তার জন্য একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করা হবে, তখন সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি এ বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিন-যাতে করে আমি এর নীচে ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি এবং এর পানি (রস) পান করতে পারি।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : হে বনী আদম, আমি তোমাকে যেটি দিয়েছি সম্ভবত তুমি এটি বাদে অন্যটি চাও। তখন বান্দা বলবে : না, হে প্রভু! বান্দা তখন এটা ছাড়া অন্যটা চাওয়ার অঙ্গীকার করবে। তখন তার প্রভু তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, তিনি দেখবেন যে, এর ওপর তার আর ধৈর্য নেই। তখন আল্লাহ্ বান্দাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী করে দিবেন। আর সে ব্যক্তি এর ছায়ায় বিশ্রাম করে, এর রস পান করবে। এরপর তার জন্য আরেকটি গাছ উৎপন্ন করা হবে, এটা অপরটার চেয়েও উত্তম।

এবার লোকটি বলবে : হে প্রভু, আমাকে এর নিকটবর্তী করে দিন যাতে আমি এর রস পান করতে পারি এর ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি, আর আমি আপনার নিকট এটা ছাড়া অন্য কোনটা চাইবনা। তখন আল্লাহ্ বলবেন : হে বনী আদম, তুমি কি আমার সাথে এ অঙ্গীকার করোনি যে, তুমি ওটা ছাড়া অন্যটা চাইবেনা? এরপর আল্লাহ্ (আরো) বলবেন : আমি যদি তোমাকে এর নিকটবর্তী করে দেই তবে সম্ভবত তুমি এটা ছাড়া অন্যটা চাইবে। তখন বান্দা আল্লাহ্কে অন্যটা না চাওয়ার অঙ্গীকার করবে।

আর আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তিনি দেখবেন যে, বান্দার এর ওপর ধৈর্য নেই। এরপর তিনি তার বান্দা এর নিকটবর্তী করে দিবেন। ফলে সে এর ছায়ার বিশ্রাম করবে এর রস পান করবে। অতপর তার জন্য বেহেশতের দরজার নিকটে আরেকটি গাছ উৎপন্ন করা হবে– যেটা আগের দুটোর চেয়েও উত্তম। তখন লোকটি বলবে : হে প্রতিপালক, আমাকে এর নিকটবর্তী করে দিন যাতে আমি এর ছায়া উপভোগ করতে পারি ও এর রস পান করতে পারি। আমি আপনার নিকট অন্যটা চাইবনা।

এবারও তার প্রভু তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, তিনি দেখবেন যে, এর ওপর তার ধৈর্য নেই। তখন তিনি তাকে এর নিকটবর্তী করে দিবেন। আর

যখন তিনি তাকে এর নিকটবর্তী করে দিবেন। তখন সে জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পেয়ে বলবে : হে আমার প্রভু, আমাকে এতে প্রবেশ করান। তখন আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম সন্তান, কি জিনিস (দিলে তা) আমার নিকট তোমার আবদার করা শেষ করবে?

আমি যদি গোটা দুনিয়া ও এর মত আরেক দুনিয়া (গোটা দুনিয়া) দেই তবে কি তুমি তাতে খুশি হবে? তখন বান্দা বলবে : হে প্রভু, আপনি কি আমাকে উপহাস করছেন! অথচ আপনি হলেন সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

এ হাদীস বর্ণনা করার পর ইব্‌নে মাসউদ (রা) হেসে ফেল্‌লেন এবং শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : আমি কেন হাসছি একথা আপনারা কেন জিজ্ঞেস করছেন না? তাই তারা জিজ্ঞেস করল : আপনি কেন হাসছেন? রাবী বললেন এ হাদীস বর্ণনা করার পর নবী করীম এভাবে হেসেছিলেন।

আর সাহাবীগণ (রা) রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আপনি কেন হাসছেন? নবী করীম ﷺ বললেন : লোকটি যখন বললেন যে, আপনি কি আমাকে উপহাস করছেন? অথচ আপনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। একথা শুনে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক হেসেছিলেন, তাই আমিও হাসছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন : আমি তোমাকে উপহাস করছিনা। বরং আমি যা চাই তা করতে আমি সক্ষম।

(এ হাদীসটি সহীহ মুস্‌লিম : ৪৮১)

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করবে। এ হাদীসে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা যায় আর তা হলো- মানব প্রকৃতি একটি জিনিসের প্রতি তৃপ্ত থাকেনা, বরং এর চেয়ে ভাল যে জিনিস তার নিকটে আছে তা সে কামনা করে।

٣٠. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً اَلْجَنَّةَ يُؤْتٰى بِرَجُلٍ فَيَقُوْلُ : سَلُوْا عَنْ صِغَارِ ذُنُوْبِهٖ

وَاخْبِئُوْا كِبَارَهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِىْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا عَلِمْتَ كَذَا وَكَذَا فِىْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيُقَالُ لَهُ : فَاِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً قَالَ : فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ لَقَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءَ مَا اَرَاهَا هَا هُنَا قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৩০. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে যে ব্যক্তি বের হবে এবং সর্বশেষে জান্নাতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে তার কথা আমি জানি। হাশরের দিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন : তাকে তার ছোট ছোট গুনাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর এবং তার বড় বড় গুনাহ্সমূহকে গোপন রাখ। তখন তাকে বলা হবে : তুমিতো অমুক অমুক দিন অমুক অমুক পাপের কাজ করেছ।

এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : তখন তাকে বলা হবে : প্রতিটি পাপের বিনিময়ে (এখন) তোমাকে একটি করে পুণ্য দেয়া হবে। এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : তারপর সে বলবে : আমি এমন কিছু পাপ কাজ করেছি যা আমি (এখন) এখানে দেখতে পাচ্ছি না। এরপর আবু যর (রা) বলেন : (একথা বলার পর) নবী করীম ﷺ-কে আমি এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর ﷺ কয়েকটি মাড়ীর দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

(এ হাদীসটি সহীহ্ তিরমিযী : ১১৩)

নোট : এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা (ঈমানদার) পাপী ব্যক্তিকে তাঁর রহমত (আল্লাহর) দ্বারা ঢেকে রাখবেন। এমনকি তার (বান্দার) ছোট খাট পাপও এত বড় মনে হবে যে, সে এর কারণে আল্লাহ্র নিকট জান্নাত চাইতে পারবে না (আর বড় বড় পাপের জন্য যে কী অবস্থাই হবে তা কল্পনাও করা যায় না)।

শহীদদের মর্যাদা

٣١. عَنْ مَسْرُوْقٍ (رضى) قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ قَالَ اَمَّا اِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ : اَرْوَاحُهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِيْ اِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطِّلَاعَةً فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا؟ قَالُوْا : اَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِيْ؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعِلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَاَوْ اَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوْا مِنْ اَنْ يُسْاَلُوْا قَالُوْا يَا رَبِّ نُرِيْدُ اَنْ تُرَدَّ اَرْوَاحُنَا فِيْ اَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى، فَلَمَّا رَاَى اَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا) .

৩১. মাসরূক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রা)-কে (নিম্মোক্ত) এ আয়াতে কারীমার (ব্যাখ্যা) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। (আয়াতটি হলো)–

وَلَا تَحْسَبَنَّ .... يُرْزَقُوْنَ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত (শহীদ) হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রভুর নিকট তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৬৯)

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ বলেন : আমরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাই রাসূল ﷺ বলেন : তাদের আত্মা সবুজ পাখীর ভিতরে থাকে (অর্থাৎ তারা জান্নাতে সবুজ পাখীর আকারে থাকে)। তাদের জন্য (জান্নাতে) আরশের সাথে ঝুলন্ত বাতি আছে। (এর আলোতে) তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এরপর ক্লান্ত হয়ে গেলে তারা এসে এসব বাতির নিকট আশ্রয় (বিশ্রাম) গ্রহণ করে। একবার তাদের প্রভু তাদের দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে বলেন : তোমরা কি আর কিছু চাও? তারা বললেন : আমরা আর কি চাইব? আমরা জান্নাতে যেমন ইচ্ছা তেমন ঘুরে বেড়াই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ প্রশ্ন তিনবার জিজ্ঞেস করলেন।

যখন তারা বুঝতে পারল যে, তাদেরকে (কিছু না চাওয়া পর্যন্ত) এ প্রশ্ন করা হতে থাকবে তখন তারা বললেন : হে প্রভু, আমরা চাই যে, আপনি আমাদের দেহে আমাদের রূহকে (আত্মাকে) ফিরিয়ে দিন যাতে করে আমরা আপনার রাস্তায় পুনরায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ যখন দেখলেন যে, তাদের কোন চাহিদা নেই তখন তিনি তাদেরকে ইচ্ছামত ঘুরতে ছেড়ে দিলেন।

[এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম : ৪৯৯৩। তবে ইংরেজি অনুবাদক লিখেন : এটিকে ইমাম বোখারী (র) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আরবি অংশে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন বলে লিখা আছে। (বঙ্গানুবাদ)]

নোট : যিনি আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধ করে নিহত হন তাকে শহীদ বলা হয়। সিদ্দীকের পরেই বেহেশ্‌তে তার মর্যাদার স্তর। সিদ্দীক বলা হয় তাকে যিনি আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-কে বিশ্বাস করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। প্রধান সিদ্দীক হলেন আবু বকর (রা)। মর্যাদার স্তর হলো : নবী রাসূলগণ, (তারপর) সিদ্দীকগণ। (তারপর) শহীদগণ এবং (তারপর) ধার্মিকগণ।

৩২. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ اٰدَمَ

كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُوْلُ : اَىْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُوْلُ : سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُوْلُ : اَسْاَلُكَ اَنْ تَرُدَّنِىْ اِلَى الدُّنْيَا فَاَقْتَلُ فِى سَبِيْلِكَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ .

৩২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন : একজন জান্নাতীকে (আল্লাহর সামনে) হাজির করা হবে, তখন তাকে আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম সন্তান, তোমার এ বাড়ি তোমার কাছে কেমন লাগে? বান্দা তখন বলবে : হে আমার প্রতিপালক। এটাতো সর্বোত্তম বাড়ি। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন : (আমার নিকট) কিছু চাও, কিছু আকাঙ্ক্ষা কর। বান্দা তখন বলবে : আমি চাই আপনি আমাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন যাতে করে আমি আপনার রাস্তায় দশবার শহীদ হতে পারি। এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : শহীদদের উচ্চ মর্যাদার কারণেই সে একথা বলবে।

(এ হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ : ৩১০৯)

٣٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهٖ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ : اَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ ضَمِنْتُ لَهٗ اَنْ اُرْجِعَهٗ بِمَا اَصَابَ مِنْ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَاِنْ قَبَضْتُهٗ اَنْ اَغْفِرَ لَهٗ وَاَرْحَمَهٗ وَاُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ـ

৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁর প্রভুর বরাতে বলেন যে, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমার রাস্তায় জিহাদ করে আমি তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তার কষ্টের প্রতিদান তাকে আমি পুরস্কার দিব, তাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিব এবং

তার মৃত্যুর পর তাকে আমি ক্ষমা করে দিব, তাকে করুণা করব ও তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

(অন্য হাদীসের কারণে এ হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ : ৫৯৭৭)

নোট : যে যোদ্ধা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে সে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার পাবে।

শহীদের সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী অবতরণের কারণ

٣٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ بِاُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَاْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَاْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يُبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اَنَّا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى : اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ. قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ....

৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : উহুদের যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা যখন শহীদ হলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাকে সবুজ রঙের পাখির ভিতর ভরে দিলেন (অর্থাৎ তাদেরকে সবুজ পাখি বানিয়ে দিলেন, ফলে) তারা জান্নাতের নদীর পাদদেশে যায়, জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের ছায়ার নীচে ঝুলন্ত, স্বর্ণ নির্মিত ঝাড় বাতির নিকটে যায়, যখন তারা খাদ্য-পানীয় ও ঘুমের মজা পেল তখন তারা বলল পৃথিবীতে আমাদের ভাইদের নিকট কে এ সংবাদ

পৌঁছাবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত এবং আমাদেরকে রিযিক দেয়া হয়? (একথা এ জন্য জানাবে) যাতে তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে অস্বীকার না করে এবং যুদ্ধের সময় রণাঙ্গ থেকে পিছপা না হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন : আমি তাদের নিকট তোমাদের কথা পৌঁছিয়ে দিব। নবী করীম ﷺ বলেন, তাই আল্লাহ (নিম্নোক্ত) এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ .... يُرْزَقُوْنَ

অর্থাৎ : যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত (এবং শহীদ)। তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট রিযিক দেয়া হয়। (সূরা–৩ আলে ইমরান : ১৬৯) (এ হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ : ২৫২০)

জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের কিছু গুণাগুণ

٣٥. عَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِىْ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ خُطْبَتِهٖ : اَلَا اِنَّ رَبِّىْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِىْ يَوْمِىْ هٰذَا : كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَاِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَاِنَّهُمْ اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ وَاَمَرَتْهُمْ اَنْ يُشْرِكُوْا بِىْ مَالَمْ اُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا، وَاِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اِلَّا بَقَايَا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِاَبْتَلِيَكَ وَاَبْتَلِىَ بِكَ وَاَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ

تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانِ، وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ : رَبِّ اِذًا يَثْلَغُوْا رَأْسِىْ فَيَدَعُوْهُ خُبْزَةً قَالَ : اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَاَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ : وَاَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُوْسُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عَيَالٍ، قَالَ وَاَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ : اَلضَّعِيْفُ الَّذِىْ لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُوْنَ اَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِىْ لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَاِنْ دَقَّ اِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِىْ اِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ اَوْ اَلْكَذِبَ. (وَالشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ) ـ

৩৫. আয়াদ ইব্‌নে হিমার মুজাশিয়ী (রা) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন খুত্‌বাহ দানকালে বলেছেন, জেনে রাখ! আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় জানিয়ে দিই যা তোমরা জানন। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তা আজ জানিয়ে দিয়েছেন। (আর তা হলো), আমি বান্দাকে যা কিছু (হালাল) দান করেছি তা তার জন্য হালাল। আর আমি আমার সব বান্দাকে একনিষ্ঠ (ঈমানদার) করে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু, তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন (ধর্ম তথা ইসলাম) থেকে বিমুখ করে দিয়েছে। এবং তাদের জন্য যা হালাল ছিল তা তাদের

জন্য হারাম করে দিয়েছে এবং তাদেরকে আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার আদেশ করেছে- যে বিষয় আমি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীবাসীর দিকে তাকিয়ে কতিপয় আহ্লে কিতাব ছাড়া সব আরবি ও আজমীকে ঘৃণা করে বলেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ আমি আপনাকে মানুষের নিকট এজন্য পাঠিয়েছি যাতে করে আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে পারি এবং আপনার ওপর আমি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবেনা (অর্থাৎ যা ধ্বংস হবেনা)। আপনি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পড়বেন। এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন।

আমি যেন আমার গোত্র কুরাইশকে (কাফেরদেরকে) জ্বালিয়ে দেই। তখন আমি বললাম : হে আমার প্রভু, তাহলে তো তারা আমার মাথাকে রুটির টুকরার মত করে ভাঙ্গবে। (এরপর) আল্লাহ্ বললেন : তাহলে তারা যেভাবে আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিল। তাদের সাথে জিহাদ যুদ্ধ করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব। সৈন্য প্রেরণ করুন, আমি (আপনার পক্ষে) পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করব।

আপনার অনুসারীদেরকে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন যারা আপনাকে অস্বীকার করে। তিনি আরো বলেন : তিন ধরণের লোক জান্নাতবাসী হবে : **প্রথম** হলো তারা যারা ক্ষমতাশালী (অথচ) ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও তাওফীকপ্রাপ্ত (সৌভাগ্যবান, সমৃদ্ধ)। **দ্বিতীয়** শ্রেণী হলো তারা যারা দয়ালু এবং প্রত্যেক আত্মীয় ও মুসলমানের প্রতি সদয় বা কোমল-চিত্ত। **তৃতীয়** শ্রেণীর হলো তারা যারা বহু সন্তানের সচ্চরিত্র সংযমী পিতা। তিনি আরো বলেন : পাঁচ শ্রেণীর লোক জাহান্নামী।

প্রথমত তারা যাদের মন্দকে পরিহার করার কোন বুদ্ধি বা বিবেক নেই, তারা সাহায্যের জন্য তোমাদের অনুসরণ করে, কিন্তু পরিবারের জন্য বা হালাল সম্পদের জন্য কোন কাজ করে নাই, **দ্বিতীয়ত** তারা যারা খেয়ানতকারী হিসেবে মানুষের নিকট সুপরিচিত, এমনকি সামান্য বিষয়ও (তারা আত্মসাৎ করে)। **তৃতীয়ত** তারা যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পরিবার ও ধন-সম্পদের

ব্যাপারে আপনাকে ধোঁকা দিবে। চতুর্থ কৃপণ ও মিথ্যুক এবং পঞ্চম বদ-স্বভাব, গালিবাজ, নির্লজ্জ ও ব্যভিচারী। (এ হাদীস সহীহ মুসলিম : ২৮৬৫)

নোট : এ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় আহ্‌লে কিতাব ছাড়া কোন আরবি বা আজমীকে (অনারব) ভালবাসেন না। এ কথা দ্বারা নবী করীম নবুওয়াতের পূর্বেকার সময়ের লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে, কিন্তু কুরআন দ্বারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ অকার্যকর ঘোষিত হওয়ার পর আহ্‌লে কিতাবদেরকে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনতে হবে। অন্যথায় অকার্যকর ও রহিত কিতাবের প্রতি তাদের ঈমান আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবেনা।

٣٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ : اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَالِىَ لَا يَدْخُلُنِىْ اِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لِلْجَنَّةِ : اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ، وَقَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا اَنْتِ عَذَابٌ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلْؤُهَا فَاَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِىءُ حَتّٰى يَضَعَ رِجْلَهٗ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهٖ اَحَدًا، وَاَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُنْشِىءُ لَهَا خَلْقًا .

৩৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : একবার জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর ঝগড়া করেছিল। তখন জাহান্নাম বলেছিল : অহংকারী ও অত্যাচারীদেরকে দিয়ে আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তখন জান্নাত বললেন : আমার ব্যাপার হলো এই যে, কেবলমাত্র দুর্বল ও বিনীতরাই আমাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ জান্নাতের উদ্দেশ্যে বলেছেন : তুমি হলে আমার রহমত। আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আমি তাকে তোমার মাধ্যমে রহমত করব।

আর (আল্লাহ) জাহান্নামের উদ্দেশ্যে বলেছেন : তুমি তো কেবল শাস্তিই। নবী করীম ﷺ আরো বলেন : প্রতিটিরই এক নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা আছে। আর জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পা মোবারক এতে রাখবেন।

তখন জাহান্নাম বলবে; যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! তখন জাহান্নাম পুরাপুরি ভরে যাবে আর একে অপরকে (একজন আরেকজনকে) টানবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারো ওপর জুলুম করবেন না। আর জান্নাতের ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ্ এর জন্য (অন্য) সৃষ্টি জাতি সৃষ্টি করবেন। (এ হাদীসটি সহীহ্ বোখারী : ৪৮৫০ ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ জাল্লা জালাল্লাহু তাঁর পবিত্র পা মোবারক দ্বারা জাহান্নামকে ভরে দিবেন। এখানেও পা মোবারক দ্বারা তাঁর কুদরতী পায়ের কথা বুঝানো হয়েছে। কোন মানুষের মস্তিস্ক এ কুদরতী পা মোবারকের আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না। আর নতুন সৃষ্টি দ্বারা জান্নাত ভরে দিবেন, একথা দ্বারা তাঁর করুণার কথাই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তিনি তাঁর পা মোবারক না দিয়ে তা খালি রাখবেন-যাতে তাঁর আরো বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে, জাহান্নামে তাঁর পা মোবারক দিয়ে তা ভরে দিলে সেখানে নতুন করে আর কোন বান্দা প্রবেশ করার জায়গা থাকবেনা। এভাবে তিনি তাঁর দয়া প্রদর্শন করবেন।

এ দুনিয়ার মূল্যহীনতা

٣٧. عَنْ اَنَسٍ (رضي) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلاَءً فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ : اَصْبِغُوْهُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُصْبِغُوْنَهُ فِيْهَا صِبْغَةً فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًاقَطْ اَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ فَيَقُوْلُ : لاَوَعِزَّتِكَ مَارَاَيْتُ شَيْئًا اَكْرَهَهُ قَطْ ثُمَّ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ النَّاسِ كَانَ فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيَقُوْلُ : اِصْبِغُوْهُ فِيْهَا صِبْغَةً فَيَقُوْلُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطْ ـ

৩৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন : দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা হতভাগা এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন : তাকে জান্নাতে একবার ডুবিয়ে আন। তাই তারা তাকে জান্নাতে একবার ডুবিয়ে আনবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন : তুমি কি কখনও কোন কষ্টকর বা অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ? তখন সে বলবে, আপনার ইজ্জতের কসম করে বলছি, না, কখনও আমি কোন কষ্ট ভোগ করিনি। এরপর ঐ জাহান্নামী লোককে হাজির করা হবে যে নাকি দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ লোক ছিল।

তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলবেন : একে জাহান্নাম একবার ডুবিয়ে আন। তখন তাকে জাহান্নামে ডুবিয়ে আনা হবে তখন আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনও কোন আরাম উপভোগ করেছ? অর্থাৎ জাহান্নামের এক ডুব মানুষকে দুনিয়ার শান্তির কথা ভুলিয়ে দিবে।

(এ হাদীসটি সহীহ, মুস্‌নাদে আহ্‌মদ : ১৩৬৬০)

কিয়ামতের কিছু দৃশ্য

٣٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ : اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهٗ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ . وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ . قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ : اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ اَلْفٌ ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَكَبَّرْنَا فَقَالَ : اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَكَبَّرْنَا فَقَالَ : اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَكَبَّرْنَا فَقَالَ : مَا اَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ اَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ .

৩৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : হে আদম (আ)! আদম (আ) বলবেন : আমি হাজির! আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি। আর আপনার হাতেই সকল কল্যাণ। তখন আল্লাহ্ বলবেন : জাহান্নামবাসীদেরকে বের করে আন। তখন আদম (আ) বলবেন : কারা জাহান্নামবাসী। প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন এ সঙ্কট মুহূর্তে প্রতিটি শিশুর চুল পেকে যাবে আর প্রত্যেক গর্ভধারিণী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে আর তুমি মানুষকে মাতাল দেখতে

পাবে যদিও তারা আসলে মাতাল নয় বরং আল্লাহ্‌র শাস্তিই এত ভয়াবহ যে তারা এতে এমন হয়ে যাবে।

তখন সাহাবীগণ বললেন : হাজারে একজন সেই জান্নাতী (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তিটি কে? তখন নবী করীম বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। (কারণ) তোমাদের মধ্য থেকে একজন জাহান্নামী হলে ইয়া'জুজ মা'জুজের দল থেকে হবে এক হাজার জন। তারপর নবী করীম ﷺ বলেছেন : যার হাতে আমার জান তার কসম করে বলছি যে, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ হবে তার মধ্যে থেকে তোমরা চার ভাগের একভাগ জান্নাতী হবে বলে আমি আশা রাখি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম তখন নবী করীম ﷺ বললেন : আমি আশা করি তোমরা তিনভাগের এক ভাগ হবে। একথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলাম।

তখন নবী করীম ﷺ বললেন : আশা করি তোমরা দুভাগে এক ভাগ হবে জান্নাতবাসী হবে। (তখন) আবারও আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতপর নবী করীম ﷺ বলেন : সংখ্যায় তোমরা একটি সাদা ষাড়ের গায়ে একটি কালো পশমের তুল্য হবে অথবা একটি কালো ষাড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের তুল্য হবে। (অর্থাৎ অমুসলিমদের সংখ্যার তুলনায় তোমাদের সংখ্যা অতি অল্প হবে, কিন্তু বেহেশতের অধিকাংশ বাসিন্দা তোমরাই হবে। ইংরেজী অনুবাদক।) (সহীহ হাদীস, বুখারী : ৩১৭০ ও মুসলিম)

আল্লাহ্‌র দর্শন

৩৯. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ : قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِىْ سَحَابَةٍ قَالُوْا : لَا قَالَ : فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِىْ سَحَابَةٍ؟ قَالُوْا : لَا قَالَ : فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تُضَارُّوْنَ

فِیْ رُؤْیَةِ رَبِّكُمْ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ رُؤْیَةِ اَحَدِهِمَا. قَالَ فَیَلْقَی الْعَبْدُ فَیَقُوْلُ اَیْ قُلْ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْلَكَ الْخَیْلَ وَالْاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرْاَسُ وَتَرْبَعْ؟ فَیَقُوْلُ : بَلٰی قَالَ فَیَقُوْلُ : اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلَاقِیَّ؟ فَیَقُوْلُ : لاَ فَیَقُوْلُ : فَاِنِّیْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِیْتَنِیْ ثُمَّ یَلْقَی الثَّانِیَّ فَیَقُوْلُ اَیْ قُلْ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْ لَكَ الْخَیْلَ وَالْاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرْاَسُ وَتَرْبَعْ؟ فَیَقُوْلُ : بَلٰی اَیْ رَبِّ قَالَ : فَیَقُوْلُ : اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلَاقِیَّ؟ فَیَقُوْلُ لَا فَیَقُوْلُ : فَاِنِّیْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِیْتَنِیْ ثُمَّ یَلْقَی الثَّالِثَ فَیَقُوْلُ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ فَیَقُوْلُ : یَارَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّیْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَیُثْنِیْ بِخَیْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَیَقُوْلُ هَاهُنَا اِذًا، قَالَ ثُمَّ یُقَالُ لَهٗ : اَلْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَیْكَ وَیَتَفَكَّرُ فِیْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْهَدُ عَلَیَّ فَیُخْتَمُ عَلٰی فِیْهِ وَیُقَالُ لِفَخِذِهٖ وَلَحْمِهٖ وَعِظَامِهٖ اِنْطِقِیْ فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذَالِكَ لِیَعْذَرَ مِنْ نَفْسِهٖ وَذٰلِكَ الْمُنَافِقُ وَذٰلِكَ الَّذِیْ یَسْخَطُ اللّٰهُ عَلَیْهِ ۔

৩৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবায়ে কেরাম বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন এক আল্লাহকে দেখতে পাব? তিনি ﷺ বললেন : দুপুর বেলা মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? সাহাবীগণ বললেন : না, তখন তা

দেখতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়না। নবী করীম ﷺ আরো বললেন : নির্মল আকাশে পুর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? সাহাবীগণ বললেন : না, কোন অসুবিধা হয় না।

তারপর নবী করীম বলেন : যার হাতে আমার জান তার কসম করে বলছি : নির্মল আকাশে পূর্ণাঙ্গ চাঁদ সুরুজ দেখতে যেমন কোন কষ্ট (অসুবিধা) হয়না (কিয়ামতের দিন) তোমাদের প্রভুকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হবেনা। নবী করীম ﷺ আরো বলেন : এরপর আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার করতে বসে বলবেন : হে অমুক, আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমাকে ক্ষমতা দান করিনি? আমি কি তোমাকে দম্পতি দান করনি? আমি কি ঘোড়া ও উটকে তোমার বশীভূত করে দিইনি? এবং আমি কি তোমাকে প্রজা-পালন রাজ্য শাসন করার সুযোগ দেইনি? এবং এর ফলে তুমি যুদ্ধলব্দ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করনি? বান্দা তখন বলবে : হ্যাঁ, হে আমার প্রভু! নবী করীম ﷺ বললেন : আল্লাহ্ যখন বললেন : আমার সাথে তোমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে এ কথা কি তুমি ভাবনি? বান্দা বলবে না।

আল্লাহ্ তখন বললেন : তুমি আমাকে যেমন ভুলে গিয়েছিলে আমিও তোমাকে তেমনি ভুলে যাচ্ছি। এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য হাজির করে অনুরূপ কথা বললেন। সেও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় উত্তর প্রদান করবে। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তিকে অনুরূপ প্রশ্ন করা হবে তখন এ বান্দা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার উপর ঈমান এনেছিলাম। আপনার কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছিলাম, সালাত আদায় করতাম (সালাত পড়তাম) সিয়াম পালন করতাম (রোজা রাখতাম) যাকাত-ফিতরা ও দান-সদকা দিতাম এবং সে সাধ্যমত এমন সব ভাল কাজ করেছে বলে নিজের প্রশংসা করবে।

আল্লাহ্ যখন বললেন : তাহলে তো ভালই। নবী করীম বললেন : এরপর তাকে বলা হবে। এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী উপস্থিত করব। তখন সে মনে মনে ভাবে আমার বিরুদ্ধে কি সাক্ষী দিবে? তখন তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে ও তার উরু, গোশত ও হাড্ডিকে বলা হবে : কথা বল। তাই তার উরু, গোশত ও হাড় তার আমলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে আর সে নিজের মুক্তির জন্য উযর পেশ করবে এসব সেব নিজের মুক্তির জন্য সে মুনাফিক। তার ওপর আল্লাহ্ রাগান্বিত। এ হাদীসটি সহীহ্, মুসলিম : ৭৬২৮ ও ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেছেন।

٤٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّا اَضْحَكُ؟ قَالَ : قُلْنَا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ : مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُوْلُ يَا رَبِّ اَلَمْ تُجِرْنِىْ مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ : يَقُوْلُ بَلٰى قَالَ : فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ لاَ اُجِيْزُ عَلٰى نَفْسِىْ اِلَّا شَاهِدًا مِنِّىْ قَالَ : فَيَقُوْلُ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا، قَالَ : فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ فَيُقَالُ لاَرْكَانِهٖ اِنْطِقِىْ قَالَ : فَتَنْطِقُ بِاَعْمَالِهٖ قَالَ : ثُمَّ يُخْلٰى بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ اُنَاضِلُ ـ

৪০. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের দরবারে (নিকটে) ছিলাম। তখন তিনি হেসে বললেন : আমি কেন হাসছি তা তোমরা জান? সাহাবী বলেন : আমরা বললাম : কেন আপনি হাসছেন তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন। রাসূল ﷺ বলেন : (কিয়ামতের দিন) এক বান্দা আল্লাহকে যা বলবে সে কথাতে আমি হাসছি। সে বলবে : হে আমার প্রভু, আপনি কি আমাকে অবিচার হতে নিষ্কৃতি দিবেন না? এরপর নবী করীম বলেন : তখন আল্লাহ্ বলবেন : হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ আরো বলেন : তখন বান্দা বলবে : আজ যেন আমাকে ছাড়া কাউকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে না দেয়া হয়।

এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : তখন আল্লাহ বলবেন : আজ সাক্ষী হিসেবে তুমি নিজে ও সম্মানিত ফেরেশতাগণই যথেষ্ট। এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : তারপর তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে : কথা বল (সাক্ষী দাও)। এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : তাই তারা (এরা) তার আমল সম্বন্ধে কথা বলবে (সাক্ষী দেবে)। নবী করীম ﷺ আরো বলেন : অতপর তাকে কথা বলতে সুযোগ দেয়া হবে। নবী করীম

ﷺ বলেন : তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে : তোমরা ধ্বংস হও। একমাত্র তোদের কারণেই আমাকে ঝগড়া করতে হচ্ছে।

(এ হাদীসটি সহীহ্, ইমাম মুস্লিম : ৭৬২৯)

নোট : এ হাদীস মানুষের ঝগড়াটে স্বভাবের ইঙ্গিত করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব জানা সত্ত্বেও মানুষের নিজের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তার সাক্ষী বানাবেন।

কেয়ামতের দিন রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই

٤١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَقْبِضُ اللّٰهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِى السَّمَاوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ ـ

৪১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আল্লাহ্র রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি (যে, তিনি বলছেন), কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ গোটা পৃথিবীকে কবজা করে নিবেন এবং আস্মানসমূহকে তাঁর ডান হাতে নিয়ে নিবেন তারপর বলবেন : আমিই বাদশাহ। (আজ) পৃথিবীর রাজা-বাদ্শারা কোথায়? (এ হাদীসটি সহীহ্, বোখারী : ৪৮১২, মুস্লিম)

নোট : ইসলামী আকীদা মতে আল্লাহ্ তাঁর নামে ও গুণে একক, অনন্য। মানব মস্তিষ্ক এসব গুণাবলীকে অনুধাবন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ : এ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ পৃথিবীকে তাঁর হাত দিয়ে ধরবেন , তাঁর ডান হাতে আস্মানসমূহকে গুটিয়ে নিবেন। আমরা যেহেতু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ হলেন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা এবং তাঁর ক্ষমতা অসীম, পরিমেয়, তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, নবী করীম ﷺ যেমনটি বলেছেন তেমনি কিয়ামতের দিন তিনি আসমান-জমিনকে ধারণ করবেন (ধরবেন)।

কিয়ামতের দিন পার্থিব নি'আমত সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হবে

٤٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْاَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى الْعَبْدُ - مِنَ النَّعِيْمِ اَنْ يُقَالَ لَهٗ اَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

৪২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: কেয়ামতের দিন নি'আমত সম্বন্ধে বান্দাকে প্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হলো : আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমার তৃষ্ণা মিটাইনি? (এ হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী : ৩৩৫৮)

স্বীয় উম্মতের জন্য নবী করীম ﷺ-এর সমবেদনা

٤٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُؤْمِنُ بِكَ قَالَ : وَتَفْعَلُوْنَ، قَالُوْا نَعَمْ قَالَ : فَدَعَا فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : اِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : اِنْ شِئْتَ اُصَبِّحُ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهٗ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ، وَاِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. قَالَ بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ـ

৪৩. আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : কুরাইশরা নবী করীম ﷺ কে বলল : আপনি আপনার রবের নিকট দোয়া করুন তিনি যেন সাফা পর্বতকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন- তাহলেই আমরা ঈমান

আনব। নবী করীম ﷺ বললেন : সত্যিই তোমরা ঈমান আনবে? তারা বলল: হ্যাঁ। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন : তাই নবী করীম ﷺ দোয়া করলেন। ফলে জিব্রাঈল (আ) এসে বললেন : আপনার মহান প্রভু আপনাকে সালাম দিয়ে বলছেন : যদি আপনি চান তবে আমি সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দিই। তবে এরপর তাদের কেউ যদি কুফরি করে তবে আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে, সমগ্র বিশ্ব জগতের আর কাউকে এমন শাস্তি দিবনা। আর যদি আপনি চান তবে আমি তাদের জন্য তওবার দরজা ও রহ্‌মতের দরজা খুলে দিই। নবী করীম ﷺ বললেন : তওবার দরজা ও রহ্‌মতের দরজাই (বরং খোলা রাখুন)। (সহীহ হাদীসটি, মুস্‌নাদে আহমদ : ২১৬৬)

নোট : নবী মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রহমতে এতটা দয়ালু ও মানবিক হওয়ার কারণেই তাঁর সাহাবীদের জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি মদীনায় জান্নাতুল বাকীতেও যেতেন। যেখানে তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী সাথীদেরকে কবর দেয়া হয়েছিল সেখানে গিয়ে তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন। গভীর রাত্রেও তিনি এ কাজ (প্রার্থনা) করতেন, তিনি কতইনা সদয় নবী ছিলেন।

٤٤. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ : فَقَدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا اَصْحَابُهُ وَكَانُوْا اِذَا نَزَلُوْا اَنْزَلُوْهُ اَوْ سَطَهُمْ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اخْتَارَ لَهُ اَصْحَابًا غَيْرَهُمْ فَاِذَا هُمْ بِخَيَالِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَّرُوْا حِيْنَ رَاَوْهُ وَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشْفَقْنَا اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اخْتَارَلَكَ اَصْحَابًا غَيْرَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :لَا بَلْ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَيْقَظَنِىْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا رَسُوْلًا اِلَّا وَقَدْ سَاَلَنِىْ مَسْاَلَةً اَعْطَيْتُهَا اِيَّاهُ فَاسْاَلْ يَا مُحَمَّدُ تُعْطَ فَقُلْتُ

مَسْأَلَتِىْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشَّفَاعَةُ؟ قَالَ : أَقُوْلُ يَا رَبِّ شَفَاعَتِىْ الَّتِىْ اخْتَبَأْتُ عِنْدَكَ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : نَعَمْ فَيُخْرِجُ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بَقِيَّةَ أُمَّتِىْ مِنَ النَّارِ فَيَنْبِذُهُمْ فِى الْجَنَّةِ.

৪৪. উবাদা ইব্‌নে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন সাহাবীগণ (রা) নবী করীম ﷺ-কে তাদের মাঝে দেখতে পেলনা। সাধারণত সাহাবীগণ (রা) যখন কোথাও তাঁবু গাড়ত তখন তারা রাসূল ﷺ-কে তাদের মাঝে রাখত। কিন্তু এবার রাসূল ﷺ-কে যথাস্থানে দেখতে পেল না তাই তারা ভীতু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং ভাবল আল্লাহ্ তাবারক তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য অন্যান্য সাহাবী নির্বাচন করেছেন। যখন সাহাবীরা (রা) নবী করীম ﷺ সম্বন্ধে এমন সব ভাবতে ছিলেন অমনি তারা নবী করীম ﷺ-কে তাদের দিকে আসতে দেখল।

তাই তারা আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর ধ্বনি দিল ও বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তাবারক তা'আলা আমাদেরকে বাদ দিয়ে আপনার জন্য অন্যান্য সাহাবী (রা)-কে মনোনীত করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, তা নয়, বরং তোমরাই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার সাহাবী। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ আমি এমন কোন নবী রাসূল পাঠাইনি যারা আমার কাছে কোন কিছু চায়নি এবং আমিও তাদেরকে তা তাদের কাংক্ষিত বস্তু দেইনি। তাই হে মুহাম্মদ ﷺ আমার নিকট কোন কিছু চান; আপনাকে তা দেয়া হবে। তাই আমি বললাম : আমার চাওয়া হলো, কিয়ামতের দিন আমাকে আমার উম্মতের জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করার সুযোগ দিবেন।

এরপর আবু বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, শাফা'আত কি? নবী করীম বলেন, আমি বলব : হে আমার প্রভু, আমার শাফায়াত হলো তা যা আমি আপনার নিকট (লুকিয়ে) রেখেছিলাম। তখন প্রভু বলবেন : মহান প্রভু হ্যাঁ, তারপর আমার মহান প্রভু আমার অবশিষ্ট উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(এটি একটি হাছান (উত্তম) হাদীস এবং এটি মুস্নাদে আহ্মাদ : ২২৭৭২)

অসুস্থ্ হলে পাপ মাফ হয়

٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّهُ عَادَ مَرِيْضًا مِنْ وَعْكٍ، وَكَانَ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْشِرْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : نَارِىْ اُسَلِّطُهَا عَلٰى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৪৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একবার তিনি আল্লাহ্র রাসূলের সাথে এক জ্বরের রোগী দেখতে যান। তখন রাসূলূল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন : দুনিয়াতে আমি আমার মু'মিন বান্দাকে আমার আগুন দ্বারা আক্রান্ত করাই এজন্য যে, যাতে করে সে পরকালে আখিরাতের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পায়। (এটি একটি হাছান উত্তম হাদীস, ইব্নে মাজাহ্ : ৩৪৭০, ইমাম আহমাদ (র), ইমাম ও ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : মুমিন বান্দা দুনিয়াতে জ্বর ও অন্যান্য যে রোগে ভোগে- তার ফলে আখিরাতে তার কিছু পাপ মাফ হবে।

বান্দা সুস্থাবস্থায় যে আমল করত রুগ্নাবস্থায় তার আমলনামায় সে আমলের সওয়াব লিখা হবে

٤٦. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ اِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَاِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : اِخْتِمُوْا لَهٗ عَلٰى مِثْلِ عَمَلِهٖ حَتّٰى يَبْرَاَ اَوْ يَمُوْتَ .

৪৬. উকবাহ্ ইব্‌নে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : প্রতি দিনের আমলকে মোহর এঁটে দেয়া হয়। যখন ঈমানদার অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন ফেরেশ্‌তারা বলেন : হে আমাদের প্রভু! আপনার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তখন মহান প্রভু বলবেন :সে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অথবা মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তাঁর আমলনামায় অনুরূপ আমলের সওয়াব লিখতে থাক যেরূপ আমল সে সুস্থাবস্থায় করত।

(এ হাদীসটি সহীহ্, মুস্‌নাদ আহ্‌মাদ : ১৭৩১৭)

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত পুরস্কার দিবেন

٤٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهٗ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ .

৪৭. আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ্ বলেছেন : আমি যখন আমার

কোন বান্দার দু'টি চোখকে অন্ধ করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করি আর তাতে সে ধৈর্য ধরে, তবে এর প্রতিদানে আমি তাকে জান্নাত দিব। (বোখারী : ৫৬৫৩)

নোট : আল্লাহ্‌র দয়া সীমাহীন। এ দুনিয়াতে মু'মিন বান্দার দৃষ্টিশক্তি হারানো গণ্য করা হয় এবং আখিরাতে এর প্রতিদান হবে জান্নাত (সুবহানাল্লাহ!)।

আত্মহত্যা করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

٤٨. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهٗ فَمَا رَقَا الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهٖ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

৪৮. জুনদুব ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে এক লোক ছিল। তার একটি ক্ষত হয়। এতে সে অস্থির হয়ে পড়ে। তখন সে একটি ছুরি নিয়ে তার (ক্ষতযুক্ত) হাতটি কেটে ফেলে। এতে রক্তপাত হতে হতে সে মারা যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমার বান্দা তড়িঘড়ি করে নিজের মৃত্যু ঘটাল। তাই আমি তার জন্য বেহেশ্‌তকে হারাম করে দিলাম (অর্থাৎ সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবেনা)। (বোখারী হাদীস : ৩৪৬৪ ও মুস্‌লিম)

নোট : ইসলামে আত্মহত্যা করা নিষিদ্ধ। আপনি হয়তো বলতে পারেন : আমাকে হত্যা করার অধিকার আমার আছে। না, আপনার এ অধিকার নেই। কেননা, আপনি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা। নিজেকে হত্যা করার অধিকার আপনার নেই এবং অন্যকে হত্যা করার অধিকারও আপনার নেই। আত্মহত্যা ও নরহত্যা উভয়ই ইসলামে নিষিদ্ধ। খুনী বড়পাপী; এ দুনিয়াতে শাস্তিস্বরূপ একে হত্যা করা উচিৎ এবং আখিরাতে সে জাহান্নামের যোগ্য। আত্মহত্যাকারীও জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে।

অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর পাপ

٤٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَجِيْءُ الرَّجُلُ اٰخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ هٰذَا قَتَلَنِيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهٗ : لِمَ قَتَلْتَهٗ فَيَقُوْلُ : قَتَلْتُهٗ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُوْلُ : فَاِنَّهَا لِيْ، وَيَجِيْءُ الرَّجُلُ اٰخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا قَتَلَنِيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهٗ : لِمَ قَتَلْتَهٗ : لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ فَيَقُوْلُ : اِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوْءُ بِاِثْمِهٖ .

৪৯. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর বরাতে বলেন : (কিয়ামতের দিন) এক লোক আরেক লোকের হাত ধরে এসে (আল্লাহর নিকট) এসে বলবে : হে আমার প্রভু, এ লোক আমাকে হত্যা করেছে। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন : তুমি কেন তাকে হত্যা করেছ? সে বলবে : আপনার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন : ঠিকই, ইজ্জত আমারই। এরপর একে অপরের হাত ধরে নিয়ে এসে বলবে : এ লোক আমাকে হত্যা করেছে। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন : তুমি কেন তাকে হত্যা করেছ। তখন সে বলবে আমি অমুকের সম্মান রক্ষার্থে তাকে হত্যা করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন : সম্মান তো তার জন্য নয় (বরং সম্মানতো আমার জন্য) নবী করীম ﷺ বলেন : সুতরাং হত্যাকারী লোকটি নিহত ব্যক্তির পাপের বোঝা বহন করবে। (নাসায়ী হাদীস : ৪০০৮)

আল্লাহ্‌র জিকির এবং অনেক আমল ও আল্লাহ্‌র প্রতি সু-ধারণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তির মাহাত্ম্য

٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ ،وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً .

৫০. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ বলেন : বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমিও বান্দার প্রতি সেরূপ আচরণ করি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে (বা আমার জিকির করে) তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে সমবেতভাবে স্মরণ করে আমিও তাকে আরো উত্তম মজ্‌লিসে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে) স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত (অর্ধহাত) পরিমাণ আগায় তবে আমি তার দিকে এক হাত আগাই বা অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই। (বুখারী হাদীস : ৭৪০৫ ও মুস্‌লিম)

٥١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا هُوَ ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ .

৫১. নবী করীম ﷺ-এর বরাতে আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে ও (আমার জিকির করে) তার ঠোঁট নাড়ায় তখন আমি তার সাথে থাকি। (মুসনাদে আহ্মদ : ১০৯৭৬)

নোট : আল্লাহ্র জিকির বলতে বুঝায়– আল্লাহ্র হাম্দ ছানা, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য, প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করা।

٥٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَاَنَا اَكْبَرُ، وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَحْدِىْ، وَاِذَا قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَلَا شَرِيْكَ لِىْ، وَاِذَا قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ وَاِذَا قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِىْ .

৫২. (একদিন) আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় নবী করীম ﷺ বলেন : বান্দা যখন বলে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ (মাবুদ) নেই আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর যখন বান্দা বলে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ - অর্থাৎ এক

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি একক। তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে - এক আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই (আমি একক)। আর বান্দা যখন বলেন : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। এক আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আর আমার কোন শরীক নেই। আর বান্দা যখন বলে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ .

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ তখন বলেন : আমার বান্দা সত্য কথাই বলেছে। আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, রাজত্ব আমারই আর সকল প্রশংসা আমারই প্রাপ্য। আর বান্দা যখন বলে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো কোন কিছু করার কোন ক্ষমতা নেই। তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমার সাহায্য ছাড়া কারো কোন কিছু করার কোন ক্ষমতা নেই।

(এ হাদীসের সনদ (অর্থাৎ বর্ণনার ধারাবাহিকতা) সহীহ্ তথা এ হাদীস সহীহ, ইব্‌নে হিব্বান : ১২৩, ইমাম ইব্‌নে মাজাহ্ (র) ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন)

নোট : যে কোন স্থানে, যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় বেশি বেশি জিকির করার উপদেশ ইসলাম দেয়। اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ। ইত্যাদি কথা উচ্চারণ করতে বড়ই সহজ কিন্তু পুরস্কারের দিক থেকে বড়ই মূল্যবান।

ধার্মিক লোকের সাহচর্যের মাহাত্ম্য

٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ، فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ : فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ : فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ؟ قَالَ : تَقُوْلُ : يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ : فَيَقُوْلُ : هَلْ رَاَوْنِى؟ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ مَا رَاَوْكَ قَالَ : فَيَقُوْلُ : كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَاَكْثَرَ تَسْبِيْحًا قَالَ : يَقُوْلُ : فَمَا يَسْاَلُوْنِىْ؟ قَالُوْا يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ : يَقُوْلُ : وَهَلْ رَاَوْهَا؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ : يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانَ اَشَدَّ مِنْهَا

فَرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ : يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ .

৫৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার এমন কিছু ফেরেশতা আছে যারা জিকিরকারীদের সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যখন তারা জিকিরকারী কোন দল পায় তখন তারা একে অপরকে এই বলে ডাকে : তোমরা যা তালাশ করছ তার কাছে আস (অর্থাৎ এখানে জিকিরকারী একটি দল পাওয়া গেছে তা তোমরা দেখতে আস)। নবী করীম ﷺ আরো বলেন : তখন ফেরেশ্তারা তাদের ডানা দ্বারা জিকিরকারী দলকে প্রথম আকাশ (নিকট আকাশ বা দুনিয়ার আকাশ) পর্যন্ত ঘিরে রাখে। (জিকিরকারী লোকজন যখন সরে যায় ফেরেশতারা তখন আকাশে উঠে যায়-ইংরেজী অনুবাদক)

নবী করীম ﷺ আরো বলেন : তখন ফেরেশতাদের প্রতিপালক তাদেরকে (জানা সত্ত্বেও) জিজ্ঞাসা করেন : আমার বান্দারা কী বলছে? নবী করীম ﷺ বলেন : ফেরেশতারা বলে : তারা আপনার তাস্‌বীহ্ পাঠ করেছে, আপনার বড়ত্ব ঘোষণা করছে, আপনার প্রশংসা করছে ও আপনার মর্যাদা বর্ণনা করছে। নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তখন বলেন : তারা কি আমাকে দেখেছে?

নবী করীম ﷺ বলেন : তখন ফেরেশতাগণ বলেন : না, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি তারা আপনাকে দেখেনি। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন আল্লাহ বলেন : যদি তারা আমাকে দেখত তবে অবস্থা কেমন হত? নবী করীম ﷺ বলেন : ফেরেশ্তারা বলে : যদি তারা আপনাকে দেখত তবে তারাই সবচেয়ে বেশি আপনার ইবাদত করত, সবচেয়ে বেশি আপনার মর্যাদা বর্ণনা করত এবং সবচেয়ে বেশি তাস্‌বীহ্ পাঠ করত। নবী করীম বলেন : আল্লাহ্ তখন বলেন; তারা আমার নিকট কী চায়? ফেরেশতারা বলে : তারা আপনার নিকট জান্নাত চায়। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন আল্লাহ্ বলেন :

তবে কি তারা জান্নাত দেখেছে? তারা তখন বলে : না, আল্লাহ্র কসম! হে আমাদের প্রভু, তারা তা দেখেনি, নবী করীম বলেন : তখন আল্লাহ বলেন : যদি তারা জান্নাত দেখত তবে অবস্থা কেমন হত?

নবী করীম বলেন : ফেরেশতাগণ বলে : যদি তারা তা দেখত তবে তারাই তা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি লোভ করত, তা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করত এবং এর প্রতি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হত। তখন আল্লাহ্ বলেন : তারা কিসের থেকে মুক্তি চায়? নবী করীম ﷺ বলেন; তখন ফেরেশ্তারা বলেন : তারা জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন আল্লাহ্ বলেন : তবে কি তারা জাহান্নাম দেখেছে? নবী করীম ﷺ বলেন : তখন ফেরেশতারা বলে : না, আল্লাহ্র কসম হে আমাদের প্রভু, তারা তা দেখেনি, নবী করীম বলেন : তখন আল্লাহ্ বলেন : যদি তারা তা (জাহান্নাম) দেখত তবে অবস্থা কেমন হত? যদি তারা তা (দোজখ) দেখত তবে তারাই সবচেয়ে বেশি এর থেকে পালাত আর সবচেয়ে বেশি এটার ব্যাপারে ভয় করত।

নবী করীম ﷺ বলেন : তখন আল্লাহ্ বলেন : আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন একজন ফিরিশতা বলেছেন : তাদের মাঝে জিকিরকারী দলের মাঝে এমন একজন লোক আছে যে তাদের দলভুক্ত নয়। সেতো শুধুমাত্র তার প্রয়োজনের তাগিদে এসেছে। তখন আল্লাহ্ বলেন : তারা সবাই একই বৈঠকের লোক, সুতরাং তাদের কোন সঙ্গীকে হতাশ করা হবে না। (বুখারী : ৬৪০৮ ও মুস্লিম)

তওবা করা এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য সদা উদ্দীপনা

٥٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ اَذْنَبَ ذَنْبًا - فَقَالَ : رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبْتُ - فَاغْفِرْ فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهٖ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ

مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا اَوْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ اَوْ اَصَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ : اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهٖ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَابَ ذَنْبًا - فَقَالَ رَبِّ اَصَبْتُ اَوْ اَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِىْ فَقَالَ : اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهٖ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ -

৫৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্র কোন বান্দা গুনাহ্ করে বলেছেন আমার প্রভু আমি গুনাহ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন তার প্রভু আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছে যিনি গুনাহ্ মাফ করেন অথবা পাপের কারণে পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর আল্লাহ্র ইচ্ছার কিছু সময় তার বান্দার গুনাহ্ ছাড়া কেটে যায়। এরপর সে আবারও একটি গুনাহ্ করে বসে। তখন বান্দা বলেন : হে আমার প্রভু, আমি আবারও একটি গুনাহ্ করে ফেলেছি।

আমার পাপটিও মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন যিনি পাপ মাফ করেন অথবা পাপের কারণে পাকড়াও করেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় বান্দা কিছু সময় গুনাহ্ (না করে) কাটায়। অতপর আবারও সে আরেকটি গুনাহ্ করে ফেলে। তখন বলে: হে আমার প্রতিপালক, আমি আরো একটি গুনাহ্ করে ফেলেছি, অতএব আপনি আমার এ গুনাহ্টিকেও ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা কি জানে যে, তার

একজন প্রভু আছেন- যিনি পাপ মাফ করেন অথবা পাপের জন্য পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে তৃতীয়বারের মত ক্ষমা করে দিলাম। (এরপর) তার যা মন চায় সে তা করুক। (বুখারী হাদীস : ৭৫০৭ ও মুস্‌লিম)

নোট : এটি ঈমানদার বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র দয়ার একটি উদাহরণ। যদি কোন ঈমানদার কোন পাপ করেই বসেন তবে তার উচিৎ আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশায় তওবা করা বা অনুতপ্ত হওয়া কিন্তু অনবরত পাপ কাজ তার অনুকূল হবেনা। কারণ, আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে ভাল-মন্দ পার্থক্য করার বুদ্ধি-দান করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকেই তার সকল কাজে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

٥٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اِبْلِيْسَ قَالَ لِرَبِّهٖ : بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا اَبْرَحُ اَغْوِىْ بَنِىْ اٰدَمَ مَا دَامَتِ الْاَرْوَاحُ فِيْهِمْ فَقَالَ اللّٰهُ : فَبِعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ اَلَا اَبْرَحُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِىْ .

৫৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইব্‌লিস (শয়তান) তার প্রভুকে বলেছিল : আপনার ইজ্জত ও মহিমার কসম করে বলছি। বনী আদম (আদম সন্তান তথা মানবজাতি) যতকাল বেঁচে থাকবে ততকাল আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকব। একথা শুনে আল্লাহ্ বলেছিলেন : আমার ইজ্জত ও মহিমার কসম করে বলছি : যতকাল তারা আমার নিকট ক্ষমা চাইবে ততকাল আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিব। (মুসনাদে আহ্‌মাদ : ১১২৪৪)

নোট : শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে হলে সালাত, রোযা ও যাকাত ইত্যাদি ফরজ ইবাদত সর্বদা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। তাছাড়া শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা হলো আল্লাহ্‌র যিকির।

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন

٥٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ : اِنِّىْ اُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبَّهُ قَالَ : فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ، وَاِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ : اِنِّىْ اَبْغَضُ فُلَانًا فَاَبْغِضْهُ قَالَ : فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ فُلَانًا فَاَبْغِضُوْهُ قَالَ : فَيَبْغَضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ -

৫৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিব্রাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন: আমি অমুককে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। নবী করীম ﷺ বলেন : সুতরাং জিব্রাঈল (আ)ও তাকে ভালবাসেন। তারপর আকাশে ডাক দিয়ে বলেন : আল্লাহ্ অমুককে ভালবাসেন। তোমরাও তাকে ভালবাস। সুতরাং আকাশবাসীও তাকে ভালবাসে। নবী করীম ﷺ বলেন : অতপর পৃথিবীতেও তার সমর্থন গ্রহণ করা হয়। আর আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন জিব্রাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন : আমি অমুককে ঘৃণা করি সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। নবী করীম ﷺ বলেন : তাই জিব্রাঈল (আ) তাকে ঘৃণা করেন, অতপর আকাশবাসীর মাঝে ঘোষণা দেন : আল্লাহ্ অমুককে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। নবী করীম ﷺ বলেন : সুতরাং তারা (ফেরেশতারা) তাকে ঘৃণা করেন। অতপর পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণা করা হয়। (বোখারী হাদীস : ৩২০৯ ও মুসলিম)

মুসলমানদের মাঝে পারস্পারিক ভালবাসা ও দয়া প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রেরণা

৫৭. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا اِبْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ؟ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ : قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ؟ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ : يَارَبِّ وَكَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ؟ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ قَالَ : يَارَبِّ؟ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ ـ

৫৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু বলবেন : হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। বান্দা বলবে : আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে যেতে পারতাম? আপনি যে সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি জানতেনা যে অমুক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? অথচ তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তবে তুমি আমাকে তার

নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আপনাকে আমি কিভাবে খাবার দিব?

আপনি যে সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক! আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি জানতেনা যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, অথচ তুমি তাকে খাবার দাও নি? তুমি কি জানতেনা যে, যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তবে তুমি তা আমার নিকট পেতে? হে বনী আদম! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু, তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে : হে আমার প্রভু! আপনিতো সারা জাহানের প্রতিপালক, আপনাকে কিভাবে আমি পানি করাতে পারি? আল্লাহ্ বলবেন : আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তবে তুমি তা আমার নিকট পেতে।

(মুসলিম হাদীস : ২৫৬৯)

নোট : যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে ভালবাসেন, তাই তিনি তাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন- যেন তারাও একে অপরকে ভালবাসে এবং দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্রদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অনুধাবন করে। ফরজ যাকাত আদায় ছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কারের এটা নফল।

যে ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের জন্য যথেষ্ট সময় দেয় তাঁর মাহাত্ম্য

٥٨. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهٗ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ اِلَّا اَنَّهٗ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا فَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهٗ اَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ ـ

৫৮. আবু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী এক লোককে কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশে আল্লাহ্র দরবারে (সামনে) হাজির করা হবে। তখন তার আমলনামায় কোন নেক আমল পাওয়া যাবে না। তবে লোকটি মানুষের সাথে মিলামিশা করত এবং সে ধনী ছিল। তার নিকট থেকে ঋণগ্রহণকারী অভাবী লোকদেরকে যথাসময়ে পরিশোধ না করতে পারলে তাদেরকে আটকিয়ে না রেখে ছেড়ে দেয়ার জন্য সে তার চাকর-বাকরদেরকে আদেশ করত। নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ বলবেন : আমি তার চেয়েও বেশি বদান্য (দানশীল) সুতরাং তাকেও ছেড়ে দাও। (মুসলিম হাদীস : ১৫৬১)

নোট: অসচ্ছলতার জন্য যে লোক ঋণ পরিশোধ করতে পারেনা তাকে ছেড়ে দিন এবং ক্ষমা করে দিন বা টাকা পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট সময় দিন।

٥٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ : لَا اِلَّا اَنَّهُ كَانَ لِيْ غُلَامٌ وَكُنْتُ اُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضٰى قُلْتُ لَهُ : خُذْ مَاتَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ .

৫৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক লোক কখনও কোন নেক আমল করেনি, কিন্তু লোকদেরকে টাকা ধার

দিত এবং তার প্রতিনিধিকে বলত : সচ্ছলদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ কর আর অসচ্ছলদেরকে ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে হয়তো আল্লাহ আমাদেরকেও ছেড়ে দিবেন। যখন সে মারা গেল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন : তুমি কি কখনও কোন নেক আমল করেছ? লোকটি বলল : না, তবে আমার একজন চাকর ছিল, আর আমি মানুষদেরকে ঋণ দিতাম, আর আমি যখন তাকে (চাকরকে) তাগাদায় ঋণ আদায় করতে পাঠাতাম তখন তাকে বলতাম, সচ্ছলদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ কর আর অসচ্ছলদেরকে ছেড়ে দাও ও তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাহলে হয়তো আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমিও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। (এটি হাছান (উত্তম) হাদীস, ইমাম নাসায়ী : ৪৬১৫।)

নোট : এ ধনী লোকটি আল্লাহ্র খাতিরে গরীব লোকদের থেকে ঋণ আদায়ে সময় দিত বা শিথিলতা প্রদর্শন করত। তাই আখিরাতে তার পুরস্কার হলো ক্ষমা।

আল্লাহ্র খাতিরে পরস্পর ভালবাসার ফযিলত

٦٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ ـ

৬০. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তারা কোথায় যারা আমার খাতিরে একে অপরকে ভালবাস? আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়ার নীচে ছায়া দিব। আজ এমন একদিন যে দিন আমার আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া নেই। এ হাদীসটি সহীহ, মুসলিম : ২৫৬৬।

ন্যায়বিচার ইসলামের বাধ্যতামূলক মূলনীতি

٦١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : حَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَالْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرِ مِنْ نُوْرٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ.

৬১. উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর প্রভুর বরাত দিয়ে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ বলেন: আমার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে তাদের প্রতি আমার ভালবাসা রইল। আমার খাতিরে যারা টাকা-পয়সা (ধন-সম্পদ) খরচ করে তাদের প্রতি আমার ভালবাসা রইল। আমার খাতিরে যারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে তাদের জন্য আমার ভালবাসা রইল। আসলে যারা আল্লাহ্র খাতিরে একে অপরকে ভালবাসে তারা সেদিন আল্লাহ্র আরশের ছায়ার নীচে নূরের মিম্বরে বসে থাকবে- যেদিন আল্লাহ্র আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবেনা।

(মুস্নাদে আহমদ হাদীস : ৮৬৫০)

٦٢. عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ.

৬২. মু'আজ ইব্নে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আমার মর্যাদার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে তাদের জন্য (কেয়ামতের দিন) নূরের মিম্বরে থাকবে যা দেখে নবীগণ ও শহীদগণ তাদেরকে তখন ঈর্ষা করবেন। (এটি হাছান (উত্তম) হাদীস, তিরমিযী : ২৩৯০)

আপনজনের মৃত্যুতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তার ফযীলত

٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةَ .

৬৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ বলেন : আমি যখন আমার কোন মু'মিন বান্দার প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে মৃত্যু দিয়ে নিয়ে যাই, আর তাতে সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যধারণ করে, তখন আমি আমার নিকট তার পুরস্কার রাখি জান্নাত (বেহেশত)। (বুখারী হাদীস : ৬৪২৪)

٦٤. عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰبَاؤُنَاوَاُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَاْتُوْنَ قَالَ : فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالِىْ اَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِيْنَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ اٰبَاؤُنَا وَاُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَقُوْلُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ .

৬৪. কতক সাহাবী (রা) নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কিয়ামতের দিন শিশুদেরকে বলা হবে: তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন তারা বলবে : হে প্রভু, আমাদের পিতা-মাতাগণ যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও জান্নাতে প্রবেশ করব না। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন তারা আসবে বা তাদেরকে আনা হবে। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন। কী ব্যাপার! তারা

জান্নাতে প্রবেশ করতে চাচ্ছেনা কেন? নবী করীম ﷺ বলেন : তারা বলবে হে প্রভু! আমাদের পিতা-মাতাগণের কী হবে? নবী করীম ﷺ বলেন : যখন আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা ও তোমাদের পিতা-মাতাগণ জান্নাতে প্রবেশ কর। (মুসনাদে আহ্মদে : ১৬৯৭১)

٦٥. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِبْنُ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ .

৬৫. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলবেন : হে আদম সন্তান, তোমরা যদি বিপদের প্রথম আক্রমণের (আঘাতের) সময়ে ধৈর্য ধরতে তবে আমি প্রতিদানে তোমাদেরকে জান্নাত দিতাম। (ইবনে মাজাহ হাদীস : ১৫৯৭)

٦٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ .

৬৬. আবু মূসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশ্তাদেরকে বলেন : তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তখন তারা বলে : হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলেন : তোমরা কি তাঁর জানের (প্রিয়জনের) জান কবজ করেছ? তারা বলে : হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা কী বলল? তখন তারা বলে : সে আপনার প্রশংসা

করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি..... এ দোয়া পড়েছে (অর্থাৎ সে বলেছে যে, আমরা আপনারই জন্য এবং আপনারই নিকটে আমরা ফিরে আসব। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন : তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরী কর এবং এ বাড়ির নাম রাখ বাইতুল হাম্‌দ বা প্রশংসা গৃহ।

(আল্লামা আলবানী (র) এ হাদীসকে হাছান (উত্তম) বলেছেন এবং এ হাদীসখানাকে ইমাম তিরমিযী (র) ও ইব্‌নে হিব্বান : ১০২১ তাঁর যাওয়ায়েদে বর্ণনা করেছেন।)

নোট : এসব হাদীস থেকে আপন জনের মৃত্যুতে ধৈর্যের ফযীলত (মাহাত্ম্য) বুঝা যায়। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, মু'মিনের মৃত প্রিয়জনের সাথে জান্নাতে সাক্ষাৎ হবে এবং আরেকটি চিরস্থায়ী জীবন আছে, সেহেতু আমাদের উচিৎ আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের আনুগত্য ও ধৈর্য প্রদর্শন করা এবং জান্নাতে তাদের সাথে (মৃত প্রিয়জনের সাথে) আমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার আশা রাখা। আমাদের উচিৎ নয় কাফেরদের মত হওয়া। যারা এ ধরনের বিয়োগে আত্মহারা হয়ে পড়ে। কেননা, তারা হতাশ এবং তারা অন্য আরেকটি জীবনের প্রত্যাশা করেনা।

٦٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ : اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اَلْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِىْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ : اُئْتُوْهُمْ فَحَيُّوْهُمْ فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ :

نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هٰؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوْا عِبَادًا يَعْبُدُوْنِيْ لَايُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً قَالَ فَتَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ .

৬৭. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্র ইব্নে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে কে প্রবেশ করবে? সাহাবীগণ (রা) বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচেয়ে বেশি জানেন : নবী করীম ﷺ বললেন: আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রথমে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হলো দরিদ্র (ঈমানদার) জনগণ এবং সেসব মুহাজিরগণ যারা (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্ত পাহারা দেয় ও (ইসলামী দেশকে) ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ও এমন অবস্থায় মারা যায় (শহীদ হয়) যে, তাদের মনোবাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশ্তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইচ্ছা বলেন: তোমরা তাদের নিকটে যেয়ে তাদেরকে অভিবাদন কর। তখন ফেরেশতারা বলে: আমরা আপনার আকাশের বাসিন্দা এবং আপনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

অথচ আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন তাদেরকে সালাম (অভিবাদন) করি। তখন আল্লাহ্ বলেন : তারা আমার এমন বান্দা ছিল যে, তারা আমার ইবাদত করত, আমার সাথে কাউকে তারা শরীক করতনা, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দিত এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে ক্ষতি বালা-মুসিবত বিপদাপদ থেকে রক্ষা করত আর তাদের কেউ যখন মারা যেত (শহীদগণ) তখন তার মনোবাসনা অপূর্ণই থেকে যেত। এরপর

নবী করীম ﷺ বলেছেন : তখন ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রতিটি দরজা দিয়ে (নিম্নোক্ত) একথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে –

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ধরেছ এজন্য তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমাদের চূড়ান্ত ঘর কতইনা উত্তম। (মুসনাদে আহমদ : ৬৫৭০)

নোট : দারিদ্র্য কখন কখন একটি নেয়ামত। আপনি সহজ সরল জীবন যাপন করুন আপনার হিসাবও সহজ সরল হবে। অনেক সম্পদের অর্থ হলো আপনি যেভাবে সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যেভাবে তা খরচ করেছেন তার সততা ও ন্যায্যতা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে।

সৎকাজে ব্যয় করা ও সৎকাজের আদেশ দেয়ার মাহাত্ম্য

٦٨. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ : اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ) .

৬৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ বলেছেন : হে আদম সন্তান, তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর, আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব। (বোখারী হাদীস : ৫৩৫২ ও মুসলিম)

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানদারের উচিৎ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা যার জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছে। ফলে যদি সে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে তবে আল্লাহ তার জন্য ব্যয় করবেন এবং পৃথিবীতে তাকে তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন।

٦٩. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضى) قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالْاٰخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ

فَانَّهُ لَا يَاْتِى عَلَيْكَ اِلَّا قَلِيْلٌ حَتّٰى تَخْرُجَ الْعِيْرُ مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ، وَاَمَّا الْعِيْلَةُ فَاِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتّٰى يَطُوْفَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهٖ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدِي اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَّلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ : اَلَمْ اُوْتِكَ مَالاً؟ فَلَيَقُوْلَنَّ : بَلٰى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ : اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً؟ فَلَيَقُوْلَنَّ : بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَلاَ يَرَى اِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهٖ فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

৬৯. আদি ইব্‌নে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে (বসা) ছিলাম। এমন সময় রাসূল ﷺ-এর নিকটে দু'জন লোক এল। তাদের একজন নবী করীম ﷺ-এর নিকট অভাবের অভিযোগ করল, আরেকজন অভিযোগ করল ডাকাতির। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: ডাকাতির ব্যাপারে বলছি, শোন, অচিরেই কাফেলা মক্কা থেকে কোনরূপ প্রহরা বা পাহাড়াদার ছাড়াই বেরুতে পারবে (অর্থাৎ ডাকাতি থাকবেনা, মানুষ নিরাপদে চলাচল করবে)। আর দারিদ্র্যের বা অভাবের ব্যাপারে বলছেন, শোন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের কেউ তার সদকা দেয়ার জন্য ঘুরে বেড়াবে অথচ এমন কাউকে পারে না যে সে তার সদকা গ্রহণ করবে (অর্থাৎ অভাব দূর হয়ে যাবে- সদকা গ্রহণ করার মত দরিদ্র কেউ থাকবেনা।)

তারপর তোমাদের একজন আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ্‌র মাঝে ও তার মাঝে কোন পর্দা থাকবেনা এবং থাকবেনা কোন দোভাষী বা অনুবাদকও। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি? তখন সে বলবে : হ্যাঁ (নিশ্চয় আপনি আমাকে সম্পদ দান

করেছেন)। এরপর আল্লাহ্ বলবেন: আমি কি তোমার নিকট কোন রাসূল পাঠাইনি? তখন সে বলবে : হ্যাঁ (অবশ্যই আপনি রাসূল প্রেরণ করেছিলেন)। অতপর লোকটি তার ডান দিকে তাকাবে। সেদিকে সে শুধু জাহান্নাম দেখতে পাবে। এরপর সে তার বাম দিকে তাকাবে। সে দিকে সে শুধু জাহান্নামই দেখতে পাবে। এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : সুতরাং তোমরা যেন নিজেদেরকে অর্ধেক খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। যদি তা খেজুরও না পাও তবে একটি উত্তম কথা দিয়ে হলেও নিজেদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (বোখারী হাদীস : ১৪১৪)

নোট : এ হাদীসের নীতি কথা এই যে, অচিরেই শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটাই উন্নতি হবে যে, একটি কাফেলা মক্কা থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত কোনরূপ পাহারাদার (রক্ষী) ছাড়াই চলে যাবে, কিন্তু কোনরূপ ডাকাতি হবেনা। তাছাড়া জনগণ আর্থিকভাবে এতটাই সমৃদ্ধি লাভ করবে যে, কেউ দান-সদকা গ্রহণ করবেনা, এ হাদীস এ কথাও বুঝায় যে, কিয়ামতের দিন বান্দার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনরূপ অন্তরায় থাকবেনা। ঈমানদারকে তার ঈমান, আমল ও সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং ঈমানদারের উচিৎ ইসলামের নীতি অনুসারে আমল করা এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য অর্ধেক খেজুরের বিনিময়ে বা একটি করুণাপূর্ণ কথার বিনিময়ে হলেও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা।

মাটি ছাড়া কোন কিছুই আদম সন্তানের পেটকে ঠাণ্ডা করতে পারেনা

٧٠. عَنْ اَبِىْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ (رضى) قَالَ كُنَّا نَاتِى النَّبِىَّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : اِنَّا اَنْزَلْنَا الْمَالَ لِاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ اِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْ

كَانَ لَهٗ وَادِيَانِ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ اِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ ـ

৭০. আবু ওয়াকিদ লাইসি (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট যাতায়াত করতাম। যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম ﷺ তা আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনাতেন। একদিন রাসূল ﷺ আমাদেরকে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আমি (ঈমানদারদেরকে) সালাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও যাকাত আদায় করার জন্য ধন-সম্পদ দান করেছি। আদম সন্তানের যদি এক পাহাড় সম সম্পদ থাকে তবে সে আরেক পাহাড়সম সম্পদ পাওয়ার কামনা করবে। আর যদি তার দু'পাহাড়সম সম্পদ থেকে থাকে তবে সে এর সাথে আরেক পাহাড় পরিমাণ সম্পদ পাওয়ার কামনা করবে। মাটি ছাড়া বনী আদমের পেট ভরেনা। অতপর যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবাকে কবুল করেন।

(মুসনাদে আহমদ : ২১৯০৭)

রাতে (উঠে সালাত পড়ার জন্য) পবিত্রতা অর্জন করার ফযীলত

৭১. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَقُوْمُ الرَّجُلُ مِنْ اُمَّتِىْ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهٗ اِلَى الطُّهُوْرِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَاِذَا وَضَّاَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاِذَا وَضَّاَ وَجْهَهٗ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاِذَا مَسَحَ رَأْسَهٗ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاِذَا وَضَّاَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهٗ يَسْاَلُنِىْ مَا سَاَلَنِىْ عَبْدِىْ هٰذَا فَهُوَ لَهٗ ـ

৭১. উকবাহ্ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : বান্দা যখন ঘুমিয়ে থাকে শয়তান তখন তার উপর কতগুলো গিরা মেরে রাখে। যখন সে ঘুম থেকে উঠে আলস্য ত্যাগ করে পবিত্রতা অর্জন করতে যায় ও অজু করার সময় তার হাত ধোয় তখন একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যখন তার মুখ ধৌত করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে তার মাথা মাছেহ্ করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। এরপর আল্লাহ্ পর্দার আড়ালে যারা আছে তাদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে) লক্ষ্য করে বলেন : আমার এ বান্দাকে দেখ! সে (নিজেকে জোর করে আলস্য ত্যাগ করে) পবিত্রতা অর্জন করে আমার নিকট প্রার্থনা করে। আমার এ বান্দা যা চাইবে তা তাকে দেয়া হবে। (মুস্নাদে আহমদ : ২১৯০৬)

শেষ রাতে উঠে দোয়া বা প্রার্থনা করার ফযীলত

٧٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهٗ .

৭২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাদের মহান প্রভু প্রতিদিন শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন : যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, আর যে আমার নিকট কোন কিছু চাইবে আমি তা দিব, আর যে ব্যক্তি আমার নিকট ক্ষমা চাইবে তাকে আমি ক্ষমা করে দিব। (মুসলিম হাদীস : ৭৫৮)

দু'ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের প্রভু বিস্মিত হন

৭৩. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وَطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ اَهْلِهِ وَحَبِّهِ اِلٰى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ رَبُّنَا : اَيَا مَلَائِكَتِىْ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدٍ ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوَطَائِهِ وَمِنْ بَيْنَ حَبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ . وَرَجُلٍ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمُوْا فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ وَمَالِهِ فِى الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ .

৭৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমাদের মহান প্রভু দু'লোকের ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করেন। তার একজন হলো সে ব্যক্তি যে নাকি শেষ রাতে নিজের বিছানা-লেপ-কাঁথা, স্ত্রী-পরিজন ছেড়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। এ লোক সম্বন্ধে আমাদের প্রভু বলেন : হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা আমার বান্দাকে দেখ, সে আমার রহমতের আশায় ও আমার শাস্তির ভয়ে শেষ রাতে তার বিছানা ছেড়ে লেপ-কাথাঁ ও তার স্ত্রী পরিজন ছেড়ে সালাতে দাড়িয়ে গেছে।

আর অপরজন হলো সে লোক যে নাকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে সদল বলে পরাজিত হয়, অথচ সে জানে যে, এমতাবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে আল্লাহ কী শাস্তি দিবেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে গেলে আল্লাহ্ কী পুরস্কার দিবেন। তাই সে আমার রহমতের আশায় ও আমার শাস্তির ভয়ে

পুনরায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। তখন মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলেন : তোমরা আমার বান্দাকে দেখ! সে আমার রহমতের আশায় ও আমার শাস্তির ভয়ে ফিরে এসে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে। (এটা হাছান (উত্তম) হাদীস, মুস্নাদে আহ্মদ : ৩৯৪৯, সুনানে আবু দাউদ, যাওয়ায়েদে ইব্নে হিব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে।)

নোট : আল্লাহ আশ্চর্য হন এর অর্থ হলো আল্লাহ তাঁকে বা তাদেরকে স্নেহ করেন ও মূল্যায়ন করেন। কেননা, সজ্ঞানে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হওয়া ও শীতের রাতে কষ্ট স্বীকার করে, লেপ-কাঁথা ফেলে আরামের ঘুম ছেড়ে উঠা সহজ নয়। এ কাজ কেবলমাত্র খাঁটি ও আত্মত্যাগী মু'মিন ছাড়া সম্ভব নয় আর যারা ফজরের সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তাদের কথাতো বাদ।

নফল সালাতের ফযীলত

٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهٗ فَاِنْ كَانَ اَكْمَلَهَا وَاِلَّا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ وُجِدَ لَهٗ تَطَوُّعٌ قَالَ اَكْمِلُوْا بِهِ الْفَرِيْضَةَ .

৭৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) সর্ব প্রথমে বান্দার সালাতের ফরজ ও ওয়াজিব হিসাব নেয়া হবে। যদি এগুলো ঠিকঠাক হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে; অন্যথায়, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : দেখ, আমার বান্দার আমলনামায় কোন নফল সালাত আছে কি না। যদি তার আমলনামায় কোন নফল সালাত পাওয়া যায় তবে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন : এসব নফল সালাত দিয়ে তার ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ কর। (নাসাঈ হাদীস : ৪৬৬)

আযান দেয়ার ফযীলত

৭৫. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ـ

৭৫. উকবাহ ইব্নে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : এক রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় আযান দিয়ে সালাত পড়ে; তোমাদের প্রতিপালক এ রাখালের ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে যান। তাই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ, সে আমার ভয়ে আযান দিয়ে সালাত পড়ে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলাম।

(সহীহ হাদীস নাসায়ী : ৬৬৫, আবু দাউদ ও যাওয়ায়েদে ইব্নে হিব্বান)

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ভ্রমণকালে বা কোন কাজে একাকী নিয়োজিত থাকলে একাকী আযান দিয়ে সালাত পড়া যায়।

ফজর ও আছর সালাতের ফযীলত

৭٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ. وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

৭৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের নিকট কিছু ফেরেশতা দিনে এবং কিছু ফেরেশ্তা রাত্রে পালাক্রমে আসে। এ উভয় দলের ফেরেশতারা ফজরের সময়ে ও আছরের সময়ে পরস্পর মিলিত হয়। অতপর যে সব ফেরেশতা রাত কাটিয়ে পরে আকাশে উঠে আসে তাদেরকে আল্লাহ্ সব জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করেন : আমার বান্দাদেরকে তোমরা কী অবস্থায় রেখে এসেছ? তখন ফেরেশতারা বলেন- তাদেরকে ইবাদতরত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং ইবাদতরত অবস্থায়ই তাদের নিকট গিয়েছিলাম অর্থাৎ গিয়ে দেখি তারা ইবাদতরত এবং আসার সময়ও দেখেছি তারা ইবাদতে মশগুল। (সহীহ হাদীস, বোখারী : ৪৮৪ ও মুস্লিম)

নোট : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সালাত হলো ফজরের সালাত ও আছরের সালাত। সম্ভবত এ কারণে যে, এ সময় ঘুম আসে ও বিশ্রাম করতে মনে চায় এবং কষ্ট স্বীকার করে আলস্য ত্যাগ করে সালাত পড়তে হয় বিধায়। আছরের সালাত হলো মধ্যবর্তী সালাত। এ সালাত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থাৎ, তোমরা (পাঁচ ওয়াক্ত) সালাতের প্রতি যত্ন নাও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি। (সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৩৮)

মাগরিব সালাতের সময় থেকে নিয়ে এশার সালাতের সময় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করার ফযীলত

٧٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : اَبْشِرُوْا هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ يَقُوْلُ : اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِيْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى ـ

৭৭. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একদা মাগরিবের সালাত পড়লাম। সালাত পড়ার পর কেউ কেউ ঘরে ফিরে গেল, আর কেউ কেউ এশা পর্যন্ত মসজিদে থাকল। তখন নবী করীম ﷺ হাঁপাতে হাঁপাতে তড়িঘড়ি করে এমন অবস্থায় আসলেন যে, তাঁর হাঁটু খোলা ছিল এবং বললেন : তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমাদের প্রতিপালক আকাশের একটি দরজা খুলে (তা দিয়ে) ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন : তোমরা আমার বান্দাদেরকে দেখ! তারা এক ফরজ সালাত আদায় করে আরেক ফরজ সালাতের অপেক্ষায় বসে আছে। (সহীহ হাদীস; ইবনে মাজাহ : ৮০১, মুস্নাদে আহ্মদ)

নোট : এক সালাত আদায় করে অন্য সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে থাকা বড়ই সওয়াবের কাজ। স্বেচ্ছায় এ কাজের জন্য অপেক্ষা করলে পুরস্কার দশগুণ বা তারও বেশি হয়।

পূর্বাহ্নে চার রাকা'আত সালাত পড়ার ফযীলাত

٧٨. عَنْ نَعِيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطْفَانِيْ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ اٰدَمَ لَا تَعْجَزْ عَنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ .

৭৮. নাঈম ইব্নে হাম্মার গাতফানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন : হে আদম সন্তান, তুমি দিনের শুরুতে চার রাকায়াত সালাত আদায় করতে অলসতা করোনা। যেদিন তুমি এ চার রাকা'আত সালাত আদায় কর তবে (শয়তান থেকে রক্ষা করার জন্য) তোমার জন্য দিনের শেষ অবধি যথেষ্ট।

(সহীহ হাদীস, মুস্নাদে আহমাদ : ২২৪৬৯, আবু দাউদ ও যাওয়ায়েদে ইব্নে হিব্বান)

নোট : শেষ রাতের নফল সালাতই সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। তবে নবী করীম ﷺ পূর্বাহ্নে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। এর নাম দুহার (চাশতের বা এশরাকের) সালাত। এ সালাত চাইলে চার, ছয় বা আট রাকা'আতও পড়া যায়।

৭৯. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَا اُعَلِّمُكَ اَوْ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ تَقُوْلُ : لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ ـ

৭৯. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের ধনভাণ্ডারের একটি কালিমা (আল্লাহ্‌র) আরশের নীচে লিখা আছে। আমি কি তোমাদেরকে তা শিখিয়ে দিবনা? তোমরা বলবে : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া ভাল মন্দ কোন কিছু করার কারো কোন ক্ষমতা নেই। তখন আল্লাহ্ বলবেন : আমার বান্দা মুসলমান হয়েছে ও আমার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

(হাছান হাদীস মুসতাদরাকে হাকিম : ৫৪)

মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ফযীলত

৮০. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ .

৮০. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেককার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। বান্দা তখন বলবে : হে আমার প্রভু আমার জন্য এসব কোথা থেকে কী কারণে এল? তখন আল্লাহ্ বলবেন : তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। (এটা হাছান (উত্তম) হাদীস, আহমাদ : ১০৬১১)

নোট : কারো মাতা-পিতা মুস্‌লিম (মু'মিন) অবস্থায় ইন্‌তিকাল করলে তাঁদের মুস্‌লিম সন্তানেরা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতে পারেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পক্ষে হজ্জ আদায় করতে পারেন, গরীবদের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করতে পারেন। কিন্তু, সতর্ক থাকতে হবে যদি তারা অমুসলিম (কাফের) হয়ে থাকে তবে তাদের জন্য দোয়া করা যাবেনা।

৫৯. শয়তানের খোরাক

٨١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِبْلِيْسُ : يَا رَبِّ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ اِلَّا جَعَلْتَ لَهُ رِزْقًا وَمَعِيْشَةً فَمَا رِزْقِىْ؟ قَالَ : مَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

৮১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ইবলিস বলল : হে আমার প্রতিপালক, আপনি আপনার সকল সৃষ্টির জন্য রিযিক ও জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু আমার রিযিক কোথায়? আল্লাহ্ বলেন : যে খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়না তাই তোমার রিযিক। {(সহীহ হাদীস) এ হাদীসটিকে আবু নাঈম তাঁর হুলিয়্যাহ নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।}

নোট : এ হাদীস অনুসারে পানাহারের আগে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে পানাহার শুরু করতে হবে।

আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি

٨٢. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ : اُكْتُبْ قَالَ : رَبِّ وَمَاذَا اَكْتُبُ؟ قَالَ : اُكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

৮২. উবাদাহ ইব্‌নে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম। এরপর আল্লাহ কলমকে বলেছেন : লিখ। কলম বলল হে প্রভু, কী লিখব? আল্লাহ্ বললেন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাক্বদীর লিখতে থাক। {(অন্য হাদীসের কারণে এটি সহীহ্ হাদীস ইমাম আবু দাউদ : ৪৭০০ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন}

নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত

٨٣. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ : اَلَا اُبَشِّرُكَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ـ

৮৩. আব্দুর রহমান ইব্‌নে আওফ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জিব্রাঈল (আ) আমাকে বলেছেন : আপনাকে আমি কি এ সুসংবাদ দিবনা যে, আল্লাহ্ বলেন : যে ব্যক্তি আপনার ওপর (একবার) দরূদ শরীফ পড়বে, আমি তার ওপর (একবার) করুণা বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনার ওপর (একবার) সালাম পাঠাবে, আমি তার ওপর (একবার) শান্তি বর্ষণ করব। (অন্য হাদীসের কারণে এটি হাসান হাদীস এ হাদীসটিকে ইমাম মুসনাদে আহমদ : ১৬৬২ ও ইমাম বায়হাকী (র) ও ইমাম আবু ইয়ালা (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : নবী করীম ﷺ-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা খুবই সওয়াবের কাজ এবং নবী করীম ﷺ-এর শাফায়াত (সুপারিশ) লাভ করার উপায়। আপনি যত বেশি দরূদ শরীফ পাঠাবেন তার কারণে উত্তম সুপারিশ আপনি লাভ করবেন।

সৎকাজের উৎসাহ প্রদান করা ও অসৎকাজে নিষেধ করা

٨٤. عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقُوْلَ : مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ اَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَاِذَا لَقَّنَ اللّٰهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ : يَارَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرَقْتُ مِنَ النَّاسِ .

৮৪. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দাকে (নানান) প্রশ্ন করবেন এমনকি এ প্রশ্নও করবেন : তুমি যখন কাউকে মন্দ কিছু করতে দেখেছ তখন তুমি কেন তাকে তা করতে নিষেধ করনি? আল্লাহ্ যখন তার মনে এ প্রশ্নের উত্তর ইঙ্গিত করবেন তখন বান্দা বলবে যে, হে আমার প্রতিপালক। আমি আপনার ক্ষমার আশা করেছিলাম এবং ফিতনার ভয়ে মানুষ থেকে দূরে ছিলাম। (এটা হাছান হাদীস, ইব্‌নে মাজাহ : ৪০১৭ ও যাওয়ায়েদে ইব্‌নে হিব্বান শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে।)

নোট : ইবনুল কায়্যিম জাওযী তাঁর কিতাবাদিতে উল্লেখ করেছেন যে, অনেক প্রকারের জিহাদ আছে। তার মধ্য থেকে এক ধরণের জিহাদ হলো সৎকাজের আদেশ করা এবং পাপ কাজের প্রতিরোধ করা। এটা ধার্মিকতার মুত্তাকীর বা তাকওয়ার লক্ষণও বটে। যেখানে একাজ চলে সেখানের সমাজ সুস্থও বটে। যেখানে সৎকাজের আদেশ ও পাপ কাজের প্রতিরোধ নেই, বুঝতে হবে যে, সেখানে ইসলামের অনুসরণ নেই।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

٨٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ، وَاِذَا قَالَ : اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ : مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ اِلَىَّ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ : هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ : هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ ـ

৮৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি (যে তিনি বলেন) : আমি সালাতকে আমার মাঝে (একভাগ) ও বান্দার মাঝে একভাগ- এ দুভাগে ভাগ করে দিয়েছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে সে তা-ই পাবে। আর বান্দা যখন বলে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – অর্থাৎ সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তখন আল্লাহ্ বলেন! আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। আর বান্দা যখন বলে- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ, তিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।

তখন আল্লাহ বলেন : বান্দা আমার গুণগান করল। আর বান্দা যখন বলে- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ অর্থাৎ, তিনি বিচার দিবসের মালিক (অধিপতি) আল্লাহ্ তখন বলেন : আমার বান্দা আমার মহিমা গাইল। আবার একথাও বলেন : আমার বান্দা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করল। আর বান্দা যখন বলে-

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

অর্থাৎ, আমরা তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন আল্লাহ্ বলেন : এতে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে একান্ত (ভালবাসার) বিষয়, আর আমার বান্দা যা চাইবে সে তাই পাবে। আর বান্দা যখন বলেন–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -

অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল-সঠিক পথের নিশানা দিন– তাদের পথ যাদের ওপর আপনি করুণা বর্ষণ করেছেন : যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়। আল্লাহ্ তখন বলেন : এটাতো আমার বান্দারই প্রাপ্য : সে যা চাইবে তাকে তা দেয়া হবে। (এ হাদীসটি সহীহ্, মুসলিম : ৯০৪ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন।)

নোট : সূরা ফাতেহার ফযীলত সম্বন্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) বলেছেন : পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারমর্ম তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের মধ্যে দেয়া হয়েছিল। আবার এ তিন কিতাবের সারমর্ম কুরআনে দেয়া হয়েছে। আর কুরআনের সারমর্ম সূরা ফাতেহাতে দেয়া হযেছে। তিনি আরো বলেছেন : এটা একাধারে আকুল আবেদন, দোয়া ও জিকির। এতে আছে আল্লাহ্র একত্ববাদ (তাওহীদ) আল্লাহর প্রতি মুসলমানদের দাসত্ব। এতে বিপথগামী ইহুদী খৃষ্টানদের প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে। এক কথায় এটা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। (মোকাদ্দামাতুত্ তাফ্সীর)

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পাপ

٨٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهٖ قَالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ : نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلٰى يَارَبِّ قَالَ فَهُوَ

لَكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ) .

৮৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে যখন তাঁর সৃষ্টি কার্য থেকে অবসর নিলেন তখন জরায়ু (মাতৃ-জঠর) বলল, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তার জন্য এটা (মাতৃ জঠর তথা মাতার সাথে সুসম্পর্ক) হলো প্রধান স্থান বিষয়। আল্লাহ তখন বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি এতে খুশি নও যে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আমিও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? তখন মাতৃজঠর বলল: হ্যাঁ, হে আমার প্রভু, এতে আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বললেন : তোমার জন্য এ বিধানই দেয়া হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মন চাইলে পড়ে দেখ–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ.

অর্থাৎ যদি তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও তবে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সম্ভাবনা আছে কি-না?

(সূরা-৪৭ মুহাম্মাদ : আয়াত-২২) (বোখারী হাদীস : ৫৯৮৭ ও মুসলিম)

নোট : কুরআন বরাবরই পারিবারিক সম্পর্কে ও রক্তের সম্পর্কের কথা বলে। অন্যান্য সকল অধিকারের ওপরে মাতা-পিতার অধিকার বেশি। এ কারণেই রক্তের সম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া এবং সর্বদা তা বজায় রাখা উচিৎ। কেউ কেউ ভাল কাজ করে অথচ মাতৃ-সম্পর্ককে বা আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে তবে সে এ হাদীস মতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা, এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহই তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমতাবস্থায় সে কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে?

জুলুম অন্যায়-অত্যাচার করা নিষেধ

٨٧. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا رُوِىَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ : يَاعِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعَمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ، يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ، يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ، يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ، يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا، يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا، يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلُوْنِىْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْاَلَتَهٗ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَاعِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ

أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ .

৮৭. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন : হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম করোনা। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। তবে আমি যাকে হিদায়াত দান করি সে পথভ্রষ্ট নয়। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হিদায়াত চাও - আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাবার দান করি সে ক্ষুধার্ত নয়; সুতরাং তোমরা আমার নিকটই খাবার চাও–আমি তোমাদেরকে খাবার দিব।

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা বিবস্ত্র, তবে আমি যাকে পোশাক দান করি সে বিবস্ত্র নয়; সুতরাং, আমার নিকট তোমরা বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিন-রাত্রি পাপ করছ, অথচ আমি তোমাদের পাপরাশি মাফ করে দিচ্ছি; সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনও আমার কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারবেনা। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ (অর্থাৎ সবাই) এবং জ্বীন ও ইনসানগণ যদি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মোত্তাকীর মত মোত্তাকীও হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্বের একটুও বাড়বেনা। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের সর্ব প্রথম জন ও সর্বশেষ জন (অর্থাৎ সবাই) ও তোমাদের জ্বীনগণ ও তোমাদের ইনসানগণ যদি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পাপীর মত পাপীও হয়ে যায় তবু এতে আমার রাজত্বের একটুও কমবেনা।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের সর্বপ্রথম জনও (অর্থাৎ সবাই) ও তোমাদের জ্বীনগণ ও তোমাদের ইনসানগণ কোনও উঁচু স্থানে চড়ে আমার নিকট কোন কিছু চাও আর যদি আমি তাদেরকে তা দিই তবে আমার নিকট

যা আছে, তার কিছুই কমবেনা। তবে ততটুকু কমবে যতটুকু নাকি একটি সাগরের মধ্যে একটি সুঁইকে ডুবিয়ে দিয়ে আনলে কমে। এটাতো কেবলমাত্র নেক আমলই যা আমি তোমাদের জন্য গণ্য করি অতপর এর পুরস্কার দিব। অতএব, যে ব্যক্তি কোন নেক আমল করে সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি মন্দ আমল করে সে যেন শুধু নির্দেশকেই দোষারোপ করে।
(সহীহ্ হাদীস মুসলিম : ৬৭৩৭)

নোট : জুলুম হলো সর্বাপেক্ষা মন্দ গুণ। আর এটাই মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে। আল্লাহ্ এটাকে হারাম করে দিয়েছেন, যে মুসলমান জুলুম করে সে প্রকৃত মুস্লিম নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক আল্লাহ্ চান যে, আমরা যেন আমাদের মাঝে সর্বত ন্যায় প্রতিষ্ঠা (চর্চা) করি।

প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ

٨٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً .

৮৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : তার চেয়ে বেশি জালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে? তাহলে সে যেন একটি অনু সৃষ্টি করে অথবা সে যেন একটি শস্যদানা বা যবের দানা সৃষ্টি করে। (বোখারী হাদীস : ৭১২০ ও মুসলিম)

নোট : প্রাচীনকাল থেকেই মুস্লিম পণ্ডিতগণ (ফকীহগণ) প্রাণীর ছবি আঁকাকে হারাম (অবৈধ) বলে বিবেচনা (মনে) করে আসছেন- যেমনটি এ হাদীসে বলা হয়েছে। যা হোক, তারা পাসপোর্ট আই, ডি, কার্ড ইত্যাদি জরুরী ক্ষেত্রে ছবিকে জায়েজ বা বৈধ মনে করেন। স্মৃতিচারণের জন্য ছবি বা প্রতিকৃতি না জায়েয (অবৈধ) বা হারাম।

ঝগড়াকারীদের শাস্তি

٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فِىْ كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسَ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا اِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْمَلَائِكَةِ ذَرُوْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا .

৮৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতি রবিবার ও বৃহ:স্পতিবার বেহেশতের দরজা খোলা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বান্দাকেই ক্ষমা করে দেন, তবে যারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করে ও পরস্পর ঝগড়া করে তাদেরকে ক্ষমা করেন না, তখন আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে বলেন : এ উভয় দলকে সংশোধন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। (হাছান হাদীস, মোসনাদে আহমাদ : ৭৬৩৯)

নোট : এ হাদীস থেকে যেমনটি বুঝার কথা তা হলো কোন মুসলমানের সাথে ঝগড়া হলে সংশোধনের জন্য তিন দিন সময় থাকে। অপর মুসলিমকে তিনদিনের বেশি সময় রাগ করে পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ এবং এ কাজ অন্যান্য আমলে সালেহের পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত করে যতক্ষণ না আপোষ-মীমাংসা করা হয়।

মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মতের (অনুসারীদের) ফযীলত

٩٠. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ فَيَقُوْلُ : هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ فَيُقَالُ لِاُمَّتِهٖ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ : مَنْ يَشْهَدُ

لَكَ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيَشْهَدُوْنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

৯০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন নূহ (আ)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি বলবেন : হে আমার প্রভু, আমি হাজির, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রস্তুত আছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি তোমার উম্মতের নিকট আমার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছ। তখন তিনি বলবেন : হ্যাঁ তখন তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে : তিনি কি তোমাদের নিকট আমার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছে? তারা বলবে : আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী (নবী) আসেনি।

তখন আল্লাহ নূহ (আ)-কে বলবেন : তোমার সাক্ষী কে? তখন সে বলবে মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতগণ তারা সাক্ষী দেয় যে, নিশ্চয় তিনি দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং রাসূল তোমাদের উপর স্বাক্ষীদাতা হবেন। আর একারণেই আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন : وَكَذَالِكَ ..... شَهِيْدًا অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়ে যাতে করে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও এবং আল্লাহর রাসূলও তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন। (সূরা-২ বাক্বারা :১৪৩) (সহীহ হাদীস; বোখারী : ৪৪৮৭, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

নোট : যেহেতু মুহাম্মদ ﷺ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত নবী, সেহেতু তাঁর উম্মতও শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং তারাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তারা শেষ নবীর উম্মত কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার বেলায় প্রথম, তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) যে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে, অন্যান্য উম্মতগণ সে সুবিধা পায়নি। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের একটি পাপের জন্য একটি পাপই গণনা করা হয়, কিন্তু তাদের একটি পুণ্যের (সাওয়াবের) জন্য কমপক্ষে দশটি সওয়াব লিখা হবে।

٩١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْمِرْاٰةِ الْبَيْضَاءِ فِيْهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ قُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا هٰذِهِ؟ قَالَ هٰذِهِ الْجُمُعَةُ جَعَلَهَا اللّٰهُ عِيْدًا لَكَ وَلِاُمَّتِكَ فَاَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، فِيْهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ : قُلْتُ مَاهٰذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ؟ قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَقُوْمُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ نَدْعُوْهُ عِنْدَنَا الْمَزِيْدَ قَالَ قُلْتُ : مَا يَوْمُ الْمَزِيْدِ؟ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ فِى الْجَنَّةِ وَادِيًا اَفْيَحَ وَجَعَلَ فِيْهِ كُثُبَانًا مِنَ الْمِسْكِ الْاَبْيَضِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَنْزِلُ اللّٰهُ فِيْهِ فَوُضِعَتْ فِيْهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ لِلْاَنْبِيَاءِ وَكَرَاسِىُّ مِنْ دُرٍّ لِلشُّهَدَاءِ وَيَنْزِلْنَ الْحُوْرُ الْعِيْنُ مِنَ الْغُرَفِ فَحَمِدُوا اللّٰهَ وَمَجَّدُوْهُ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ : اُكْسُوْا عِبَادِىْ فَيُكْسَوْنَ وَيَقُوْلُ اَطْعِمُوْا عِبَادِىْ فَيُطْعَمُوْنَ يَقُوْلُ اِسْقُوْا عِبَادِىْ فَيُسْقَوْنَ وَيَقُوْلُ طَيِّبُوْا عِبَادِىْ فَيُطَيَّبُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ مَاذَا تُرِيْدُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا رِضْوَانَكَ قَالَ يَقُوْلُ : رَضِيْتُ عَنْكُمْ ثُمَّ يَاْمُرُهُمْ فَيَنْطَلِقُوْنَ وَتَصْعَدُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ الْغُرَفَ وَهِىَ مِنْ زَمْرَدَةٍ خَضْرَاءَ وَمِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ.

৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একবার জিব্রাঈল (আ) আমাকে একটি সাদা আয়না এনে দিয়েছিল। তাতে একটি সাদা বিন্দু ছিল। আমি বললাম হে জিব্রাইল এটা কি? তিনি বললেন : এটা জুমু'আর দিন। এটাকে আল্লাহ আপনার জন্য এবং আপনার উম্মতের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইহুদী ও নাসারাদের ওপর তোমাদের মর্যাদা (ফযীলত) দান করা হয়েছে। এদিনে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন বান্দা কোন কিছু চাইলে তা তাকে দেয়া হয়। এরপর আমি বললাম : হে জিব্রাঈল (আ) এ কালো বিন্দুটি কী? তিনি বললেন : এটা কিয়ামত দিবস – তা জুমু'আর দিনেই সংঘটিত হব। আমরা ফেরেশতারা এটাকে মাযীদ বলি।

নবী করীম আরো বললেন : আমি বললাম : মাযীদের দিন কী? তিনি বললেন : আল্লাহ্ জান্নাতে বিরাট উপত্যকা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে সাদা মেশকের স্তূপ সৃষ্টি করেছেন, জুমু'আর দিন আল্লাহ্ (নিকট আসমানে) অবতরণ করেন। সে দিন নবীদের জন্য সোনার মিম্বর স্থাপন করা হয়। শহীদদের জন্য মণি-মুক্তার চেয়ার স্থাপন করা হয়। আর ডাগর ডাগর নয়ন ওয়ালা কুমারীগণ উপরের কক্ষসমূহ থেকে অবতরণ করে। তারা সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে ও তাঁর মহিমা গায়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন : তখন আল্লাহ্ বলেন : (হে ফেরেশতারা) তোমরা আমার বান্দাদেরকে পোষাক পরিধান করাও। তখন তাদেরকে পোষাক পরিধান করানো হয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দাদেরকে খাবার খাওয়াও। তখন আমার বান্দাদেরকে খাবার খাওয়ানো হয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন আমার বান্দাদেরকে পানীয় পান করাও।

তখন তাদেরকে পানীয় পান করানো হয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দাদেরকে সুঘ্রান মাখিয়ে দাও। তখন তাদেরকে সুঘ্রান লাগিয়ে দেয়া হয়। তারপর আল্লাহ বলেন : তোমরা কী চাও? তখন তারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। নবী করীম ﷺ বলেছেন : তখন আল্লাহ বলেন : আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলে যেতে আদেশ দিলে তারা চলে যায়। আর ডাগর ডাগর নয়ন ওয়ালা কুমারীরা উপরের কক্ষসমূহে উঠে যায়। আর সেসব কক্ষসমূহ সবুজ পান্না ও ইয়াকুত পাথরের তৈরী। (সহীহ হাদীস, মুস্নাদে আবু ইয়ালা : ১৭৫)

নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর যে ব্যক্তি দ্বীনকে পরিবর্তন করে তার শাস্তি

৯২. عَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِيْ فَيُحَلَّئُوْنَ عَنْهُ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ : لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ ارْتَدُّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى .

৯২. নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার সাহাবী (রা) এদের মধ্য থেকে কিছু লোক আমার হাউজে কাওসারের নিকটে উপস্থিত হবে; কিন্তু তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব : হে আমার প্রতিপালক, এরা আমার সাহাবী। তখন আল্লাহ্ বলবেন : আপনার মৃত্যুর পর এরা কী ঘটিয়েছে, এ সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই– এরা আপনার মৃত্যুর পর দ্বীনের বিরোধিতা করেছে ও ধর্ম ত্যাগ করেছে (অর্থাৎ দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে)। (বুখারী হাদীস : ৬৫৮৬)

নোট : এ হাদীস থেকে সুন্নাহ্র তথা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা-কাজ, অনুমোদন ও গুণাবলীর ভূমিকার গুরুত্ব বুঝা যায়। নবী করীম ﷺ-এর পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হওয়া নিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্টতা। নবী করীম ﷺ যেভাবে সালাত আদায় করেছেন প্রত্যেকের সেভাবেই সালাত আদায় করতে হবে। নবী করীম ﷺ যেভাবে দোয়া করেছেন প্রত্যেকেরই সেভাবে দোয়া করতে হবে। নবী করীম ﷺ যেভাবে বসেছেন প্রত্যেকেরই সেভাবে বসতে হবে। নবী করীম ﷺ যেভাবে খাবার খেয়েছেন প্রত্যেকেরই সেভাবে খাবার খাওয়া উচিৎ। নবী করীম ﷺ যেভাবে হেসেছেন প্রত্যেককেই সেভাবে হাসতে হবে।

নবী করীম ﷺ ছিলেন হাতে কলমে শিক্ষা দানকারী শিক্ষক। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে কীভাবে পায়খানা করতে হবে তাও সব কিছুই শিক্ষা

দিয়েছেন। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, রাসূল ﷺ আমাদের জন্য এমন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (ধর্ম) রেখে গেছেন যা প্রত্যেকে তার দৈনন্দিন (প্রাত্যহিক) জীবনে প্রয়োজন করতে পারে। অতএব, আপনি যদি সুন্নাহ্ জানেন তবে আপনাকে তা আমল করতে হবে। আর যদি আপনি সুন্নাহ্ না জানেন তবে তা প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। নিজের দ্বীন (ধর্ম) জানার জন্য প্রশ্ন করা বাধ্যতামূলক।

৯৩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ (رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ) وَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ (اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ ـ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ ـ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ، فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَاَلَهٗ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ ـ وَهُوَ اَعْلَمُ ـ فَقَالَ اللّٰهُ : يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ ـ

৯৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইব্রাহীম (আ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যে আয়াত নাজিল করেছেন তা তেলাওয়াত করলেন–

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ ...... فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ـ

অর্থাৎ, হে প্রভু! তারা (মূর্তি-পূজারীরা) বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত।

(সূরা–১৪ ইবরাহীম : আয়াত-৩৬)

এবং ঈসার (আ) কথা–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

অর্থাৎ, আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তো তারা আপনারই বান্দা; আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে তো আপনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা–৫ মায়েদা : আয়াত-১১৮)

তারপর দু'হাত তুলে বললেন : হে আল্লাহ্! আমার উম্মত: আমার উম্মত! এবং কান্না করলেন। তখন আল্লাহ বলেন : হে জিব্রাঈল তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট যাও। গিয়ে জিজ্ঞেস কর (যদিও তোমার প্রভু তা জানেন), কেন আপনি কাঁদছেন? তখন জিব্রাঈল (আ) তাঁর নিকট এসে রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী করীম ﷺ জিব্রাইলকে (আ) সে বিষয়ে জানালেন যদিও তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। জিব্রাঈল (আ) যখন আল্লাহ্কে সে বিষয়ে বললেন তখন আল্লাহ বললেন : হে জিব্রাঈল, মুহাম্মাদের নিকট (আবারো) যাও; গিয়ে বল: (আল্লাহ্ বলেন) আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুশি করে দিব এবং আমি আপনার কোন ক্ষতি করবনা। (সহীহ্ হাদীস; মুসলিম : ৫২০)

উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম

٩٤. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ، وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَّكَ وَلا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ) وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

৯৪. আবু উমামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আদম সন্তান, যদি তুমি ভাল কাজ কর ও সৎকাজে ব্যয় কর তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর,আর যদি তুমি সৎ কাজে ব্যয় না করে কৃপণতা কর তবে তা তোমার জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু তুমি যদি গরীব হও তোমার জন্য কোন অপরাধ নেই। আর (জেনে রাখ) উপকারের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে উত্তম।

(এটি হাছান হাদীস, ইমাম মুসলিম : ১০৩৬)

নবী করীম ﷺ এর প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ

٩٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلْتُ رَبِّىْ مَسْئَلَةً، وَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَسْاَلْهُ قُلْتُ : يَارَبِّ كَانَتْ قَبْلِىْ رُسُلٌ مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُمُ الرِّيَاحَ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْىَ الْمَوْتٰى . قَالَ : اَلَمْ اَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوَيْتُكَ؟ اَلَمْ اَجِدْكَ ضَالاًّ فَهَدَيْتُكَ؟ اَلَمْ اَجِدْكَ عَائِلًا فَاَغْنَيْتُكَ؟ اَلَمْ اَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ؟ قَالَ : قُلْتُ بَلٰى يَارَبِّ .

৯৫. আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি আমার প্রভুকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছি- যদি আমি তা না করতাম (তবে কতইনা ভাল হত)! আমি বলেছিলাম : হে প্রভু, আমার পূর্বেকার নবী-রাসূলদের কারো জন্যে বাতাসকে বশীভূত করা হয়েছিল, আবার কেউ মৃতকে জীবিত করত। তখন আল্লাহ বললেন : আমি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেইনি? আমি কি আপনাকে হয়রান- পেরেশান অবস্থায় পেয়ে সুপথের সন্ধান দেইনি? আমি কি আপনাকে নি:স্ব অবস্থায় পেয়ে ধনী বানাইনি? আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে

দিইনি? এবং আপনার (দুশ্চিন্তার) বোঝাকে দূর করে দিইনি? নবী করীম বলেছেন : আমি বললাম: হ্যাঁ হে প্রভু। (এটা হাছান হাদীস, তাবারানি : ১২২৮৯, তার মু'জামে কবীরে বর্ণনা করেছেন।)

নোট : নবী করীমﷺএর ফযীলত সম্বন্ধে এটাই যথেষ্ট যে, তিনি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত নবী। তবুও তাকে এমন কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবী রাসূলকে দেয়া হয়নি। যেমন– হাশরের মাঠে শাফায়াত (সুপারিশ) করার অধিকার। তাঁর উম্মতরাও শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং তারাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রতিবেশীরা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল তবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন

٩٦. عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهٗ اَرْبَعَةُ اَهْلِ اَبْيَاتٍ مِنْ جِيْرَانِهِ الْاَدْنَيْنَ اِلاَّ قَالَ اللّٰه تَعَالٰى : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيْهِ وَغَفَرْتُ لَهٗ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

৯৬. আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীমﷺবলেছেন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : যদি কোন মুসলমান মারা যায় আর তার অতি নিকটতম চারজন প্রতিবেশি সাক্ষী দেয় যে, সে ভাল ছিল তবে আল্লাহ্ বলেন : তার ব্যাপার তোমাদের ধারণাকে আমি কবুল করে নিলাম আর তার যে গুনাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জাননা আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।

(এ হাদীসটি অন্য হাদীসের কারণে হাছান (উত্তম), মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাকে হাকিমে : ৩০২৬)

নোট : এ পৃথিবীতে মানুষেরাই আল্লাহ্র সাক্ষী। অধিকাংশ মুসলমানরা যে বিষয়ে একমত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রই তা সঠিক।

৯৭. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يَعْنِىْ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : لَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ لِىْ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى : لِعَبْدِىْ) أَنْ يَقُوْلَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنَ مَتّٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ)

৯৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমি ইউনুস ইব্নে মাত্তা (আ) থেকে ভাল' একথা বলা আমার কোন বান্দার উচিৎ নয়। (বোখারী হাদীস: ৩৩৯৫, মুসলিম)

নোট : কোন ঈমানদার উম্মতের একথা বলা শোভা পায়না যে সে ইউনুস (আ)-এর থেকে উত্তম। তবে অন্যান্য নবীগণ একথা বলতে পারেন এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদ ﷺ শ্রেষ্ঠ।

প্লেগ-মহামারির কারণে মৃতের জন্য পুরস্কার

৯৮. عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَأْتِى الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ بِالطَّاعُوْنِ فَيَقُوْلُ أَصْحَابُ الطَّاعُوْنِ : نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُقَالُ : انْظُرُوْا فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَدَاءِ تَسِيْلُ دَمًا رِيْحَ الْمِسْكِ فَهُمْ شُهَدَاءُ فَيَجِدُوْنَهُمْ كَذٰلِكَ .

৯৮. উত্বা ইব্নে আব্দুস্ সালামী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন: হাশরের ময়দানে শহীদগণ ও মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ আসবে। তখন মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ বলবে আমরা শহীদ। তখন তাদেরকে বলা হবে : দেখ, যদি তাদের ক্ষত শহীদদের ক্ষতের মত হয় এবং তা থেকে মেশকের ঘ্রাণের মত ঘ্রাণযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় তবে তারা সত্যিই শহীদ। তখন তাদের রক্ত শুঁকে তা মেশকের ঘ্রাণযুক্ত পাওয়া যাবে। (মুসনাদে আহমদ : ১৭৬৫১)

নিকৃষ্ট স্থান

(৯৯) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) : اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا اَدْرِىْ، فَلَمَّا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَاجِبْرِيْلُ اَىُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ : لَا اَدْرِى حَتّٰى اَسْاَلَ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ، فَانْطَلَقَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ سَاَلْتَنِىْ اَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ : لَا اَدْرِىْ وَاِنِّىْ سَاَلْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ اَىُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقَالَ : اَسْوَاقُهَا .

৯৯. মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর ইব্‌নে মুত'আম (রা) তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক এসে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল; কোন স্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট। নবী করীম ﷺ বললেন : আমি জানিনা। তখন জিব্রাঈল (আ) নবী করীম ﷺ নিকট এলে নবী করীম ﷺ তাঁকে (আ) জিজ্ঞেস করলেন : হে জিব্রাঈল (আ) কোন স্থান সবচেয়ে খারাপ? তখন জিব্রাঈল (আ) বললেন : এ বিষয়ে আমি কিছু জানিনা এবং আমার প্রভুকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।

তারপর জিব্রাঈল (আ) চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ সেখানে (উর্ধ্ব জগতে) থাকলেন। তারপর এসে বললেন : হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কোন স্থান সবচেয়ে খারাপ? তাই আমি বলেছিলাম যে, আমি তা জানিনা। তারপর আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞেস করেছি আল্লাহ বলেছেন তা হলো, বাজার (হলো সবচেয়ে খারাপ জায়গা)।

(অন্য হাদীসের কারণে এটি হাছান হাদীস মুসনাদ আহ্‌মদ : ১৬৭৪৪ ইমাম হাকিম (র) তাঁর মুসতাদরাকে ও ইমাম তাবারানী (র) বর্ণনা করেছেন।)

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বাজার হলো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান। কেননা, সেখানেই মানুষেরা পার্থিব আমোদ-প্রমোদ ও ধন-সম্পদের পেছনে লাগে। সেখানে মানুষের গীবত ও বুহতান করা হয় খুব বেশি তারা শুধু টাকা-পয়সা ও আমোদ-প্রমোদই চায়-ইসলামে তার বৈধতা হারাম যা-ই হোক না কেন তাতে তাদের কিছু যায় আসেনা। কিন্তু প্রকৃত মুসলমানের উচিৎ সর্বদা মহান কুরআন ও নবী মুহাম্মাদﷺএর বিধান অনুসারে চলা।

হাউযে কাওসার

١٠٠. عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ : بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذَا أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُبْتَسِمًا، فَقُلْنَا : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ؟ فَقُلْنَا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُوْلُ : رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ : مَا تَدْرِىْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

১০০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমাদের মাঝে একটু ঘুমিয়ে নিলেন। তারপর ঘুম থেকে মুচকি হাসি হাসতে হাসতে উঠলেন। তাই আমরা বললাম : হে রাসূলুল্লাহ্ আপনি

হাসছেন কেন? তিনি ﷺ বললেন : এইমাত্র আমার নিকট একটি সূরা নাযিল (অবতীর্ণ) হলো। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ...... وَانْحَرْ অর্থাৎ, পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্ নামে- হে মুহাম্মাদ ﷺ নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার নামক ঝর্না দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই লেজকাটা নির্বংশ। (কুরআন সূরা কাউসার)

এরপর নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা কি জান কাউসার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। রাসূল ﷺ বললেন : তা একটি নদী, আমাকে আমার প্রভু এটা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটা অনেক কল্যাণকর একটি কূপ ও ঝর্না বা ফোয়ারা, এর পাড়ে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ আসবে; এর পেয়ালার সংখ্যা হবে তারকারাজির সংখ্যার মত অসংখ্য। কিছু লোককে এর নিকট থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব : হে আমার প্রতিপালক, এরা আমার উম্মত। আল্লাহ্ তখন বলবেন : আপনি জানেন না যে, তারা আপনার ইন্তেকালের পরে কী ধরনের ধর্মদ্রোহী বা বিদআত (দ্বীন বিরোধী কার্যকলাপ) করেছে!

(সহীহ্ হাদীস; মুসলিম হাদীস : ৯২১, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

নোট : নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিপদ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়। আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হতে হলে প্রত্যেক নেক আমলেরই দুটি শর্ত পূরণ হতে হবে। তার একটি হলো এই যে, তা আল্লাহ্র সাথে কোনরূপ শরীক সাব্যস্ত না করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্যই হতে হবে। আর দ্বিতীয় হলো এই যে, তা নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাহ তথা হাদীস মোতাবেক সম্পাদিত হতে হবে।

বিবিধ ১০টি

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই এ কথার (কালিমার) ফযীলত

١٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا؟ اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ؟ فَيَقُوْلُ : لَا يَارَبِّ . فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُوْلُ : لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ : بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَاِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ. فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ : اَحْضِرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ : اِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ : فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِىْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ .

১০১. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্র ইব্নে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝ থেকে আল্লাহ আমার এক উম্মতকে বিচারের জন্য তার সামনে হাজির করবেন। তারপর তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামা খুলে ধরা হবে। প্রতিটি আমলনামাই

দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। তারপর তাকে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন : এর কোন কিছু কি তুমি অস্বীকার কর? আমার বিশেষ (নির্ধারিত) নির্বাচিত লিখকগণ কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে? তখন লোকটি বলবে : না, হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ্ বলবেন : তবে কি তোমার এর জন্য কোন ওজর আছে? লোকটি তখন বলবে : না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ্ তখন বলবেন : হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার জন্য একটি নেক আমল আছে।

তার প্রতিদান আমি তোমাকে দিব কেননা, আজ তোমার প্রতি (এবং কারো প্রতি) কোন জুলুম করা হবেনা। তারপর আল্লাহ্ এক টুক্‌রো কাগজ বের করবেন। তাতে লিখা থাকবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল (প্রেরিত পুরুষ)। আল্লাহ তখন বলবেন : তুমি তোমার এ কাগজের ওজন কর। তখন লোকটি বলবে : হে আমার প্রভু, এসব বিশাল বিশাল। (নিরানব্বইটি) নথি পত্রের তুলনায় এ ছোট কাগজের টুকরোটির কি-ই বা ওজন আছে? তখন আল্লাহ বলবেন : তোমার প্রতি জুলুম করা হবেনা।

এরপর নবী করীম ﷺ বলেছেন : এরপর (নিরানব্বইটি বিশাল বিশাল) আমলনামাকে একপাল্লায় ও সেই ছোট টুকরাটিকে আরেক পাল্লায় রাখা হবে। তখন আমলনামাসমূহ হালকা হবে ও ছোট্ট টুক্‌রাটি ভারী হবে। কেননা, আল্লাহর নামের চেয়ে কোন কিছুই বেশি ভারী নয়।

(সহীহ হাদীস : তিরমিযী : ৬৯৯৪, মুস্‌লিম ও মুসনাদে আহ্‌মদ)

নোট : এ হাদীসে সংক্ষেপে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র তাওহীদে ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত বিশ্বাসীকে আল্লাহ তা'আলা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন– সে যতই পাপী হোক না কেন। তবে এর অর্থ এ নয় যে, এ হাদীসকে অবলম্বন করে আল্লাহ্র রহমতের ওপর নির্ভর করে (প্রত্যেকেই) স্বেচ্ছায় পাপ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা যাবে। যে প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তার উচিৎ কোরআন- হাদীসের বিধান মোতাবেক আমলে সালেহ করা ও পাপ কাজ পরিহার করা।

তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন

١٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) قَالَ دَخَلَ قُلُوْبَهُمْ مِنْهَا شَىْءٌ، لَمْ يَدْخُلْ قُلُوْبَهُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا) قَالَ : فَاَلْقَى اللّٰهُ الْاِيْمَانَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ (وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .

১০২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন এ আয়াত নাযিল হলো : তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন।

(সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৮৪)

তখন সাহাবীদের (রা) অন্তরে এমন উদ্বিগ্নতা দেখা দিল যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা বল : আমরা শুনলাম, মানলাম ও আত্মসমর্পণ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন : তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান সঞ্চারিত করলেন এবং আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না, সে যে ভাল কাজ করবে তার সুফল সে পাবে, আর যে মন্দ কাজ করবে তার কুফল সে

ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।

সাহাবীগণ যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করল, তখন আল্লাহ্ বললেন : আমি তা-ই (কবুল) করলাম। এরপর আল্লাহ্ আরো নাযিল করেছেন : হে আমাদের প্রভু, আর আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেরূপ বোঝা চাপিয়ে ছিলেন আমাদের ওপরে সেরূপ বোঝা চাপাবেন না। সাহাবীগণ যখন একথার পুনরাবৃত্তি করল তখন আল্লাহ্ বললেন : আর আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি করুনা প্রদর্শন করুন।

(সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৮৬)

বর্ণনাকারী বলেন : সাহাবীগণ যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করল তখন আল্লাহ বললেন : আমি কবুল করলাম।

(সহীহ হাদীস ; মুস্‌লিম ও তিরমিযী : ২৯৯২)

١٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا : اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلَانُطِيْقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُوْلُوْا (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا اقْتَرَاَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا اَلْسِنَتُهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ اِثْرِهَا) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا) قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ) قَالَ : نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ) قَالَ : نَعَمْ :

১০৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ- আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবে, অতপর যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন আর যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ হলেন সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

(সূরা–২ বাক্বারা :আয়াত-২৮৪)

বর্ণনাকারী বলেন : এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে হাঁটু গেড়ে বসে বল্‌ল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমাদের ওপর সালাত, রোজা, জিহাদ, সদকা (যাকাত) যা কিছু চাপানো হয়েছে তা আমরা করতে

সক্ষম। কিন্তু আপনার প্রতি এ আয়াত নাযিল হয়েছে, আমরা এর ওপর আমল করতে অক্ষম (কেননা, আমাদের মনের ওপর কল্পনার ওপর আমাদের কোন ক্ষমতা নেই) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন। তোমাদের পূর্ববর্তী ইহুদী- খৃষ্টানগণ যেমন বলেছিল– আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম- তোমরা কি তেমনটি বলতে চাও? বরং তোমরা বল : আমরা শুনলাম এবং মানলাম; হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৮৫)

তখন সাহাবীগণ (রা) বলল : আমরা শুনলাম এবং মানলাম; হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৮৫)

সাহাবীগণ যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করল তখন তাদের জিহ্বা এ আয়াতের প্রভাবে কোমল হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : রাসূলের প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তিনি তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও এর প্রতি ঈমান এনেছেন। প্রত্যেকেই আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মাঝে পার্থক্য আরোপ করিনা (অর্থাৎ তাদের মাঝ থেকে কোন একজনকে রাসূল মনে করিনা- এমন নয়; বরং তাদের সকলকেই রাসূল মনে করি) এবং তারা বলেছেন : আমরা শুনলাম এবং হে আমাদের প্রভু, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যবর্তন। (সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৮৫)

যখন সাহাবীগণ (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতকে (অর্থাৎ এ আয়াতের বিধানকে) রহিত করে দিলেন এবং এর স্থানে নাযিল করলেন : আল্লাহ্ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না। সে যে নেক আমল করবে সে তার সুফল ভোগ করবে আর যে সে বদ আমল করবে সে তার কুফল ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করিও না। সাহাবীগণ যখন এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তখন আল্লাহ্ বললেন : হে

আমাদের প্রভু, আর আপনি আমাদের ওপর আমাদের সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। তখন আল্লাহ্ বললেন : ঠিক আছে, তাই হবে। এরপর সাহাবীগণ যখন নবী করীম ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াতের পুনরাবৃত্তি করলেন : আর আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফেরদের ওপর আপনি আমাদেরকে বিজয়ী করুন। (সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৮৬)

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: ঠিক আছে, তাই হবে।

(সহীহ হাদীস, মুসলিম : ৩৪৪)

নোট : তাওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারীগণই বলত : অথবা শুনলাম ও অমান্য করলাম। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতদেরকে বলতে বলা হয়েছে; আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম। হে প্রভু, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" সুতরাং কোরআনের আদেশ ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর হাদীসের প্রতি প্রকৃত মুসলমানের অনুগত থাকা উচিৎ।

আরাফাতের দিনের ফযীলাত সেদিন আল্লাহ্ হাজীদের নিয়ে গর্ব করেন

١٠٤- عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنَ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ : مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ .

১০৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আরাফাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সবচেয়ে বেশি বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। সেদিন তিনি ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হয়ে গর্ব করে বলেন : এরা কী চায়! (এরা আমার সন্তুষ্ট চায়, তাই এদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।) (অন্য হাদীসের কারণে এ হাদীসটি সহীহ, মুস্‌লিম : ১৩৪৮)

١٠٥- عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُنَّ اَفْضَلُ اَمْ عَدَدُهُنَّ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : هُنَّ اَفْضَلُ مِنْ عَدَدِهِنَّ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِىْ بِاَهْلِ الْاَرْضِ اَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ جَاءُوْا شُعْثًا غُبْرًا حَاجِّيْنَ جَاءُوْا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ يَرْجُوْنَ رَحْمَتِىْ وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِىْ، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ اَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ـ

১০৫. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন হলো আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম দিন। বর্ণনাকারী বলেন : তখন একজন সাহাবী বললেন: হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! এ দশ দিন উত্তম না-কি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দশ দিন জিহাদ করা উত্তম? তখন নবী করীম ﷺ বললেন: আল্লাহ্‌র রাস্তায় দশদিন জিহাদ করার চেয়ে এ দশদিন উত্তম। আরাফাতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম দিন। সে দিন আল্লাহ্ তা'আলা নিকট (দুনিয়ার) আকাশে অবতরণ করেন। এরপর পৃথিবীবাসীদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের নিকট গর্ব করে বলেন : আমার বান্দাদেরকে দেখ, তারা এলোকেশে, ধূলিমেখে হজ্জ করতে এসেছে, অথচ তারা আমার শাস্তি দেখেনি (কিন্তু তারা আমার শাস্তির ভয়ে এসেছে)। সুতরাং, আরাফাতের দিনে সবচেয়ে বেশি লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

(অন্য হাদীসের কারণে এটি একটি হাছান (উত্তম) হাদীস, এটিকে যাওয়ায়েদে ইব্‌নে হিব্বানে বর্ণনা করা হয়েছে।)

রোযার ফযীলত

١٠٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (قَالَ اللّٰهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

১০৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই তার জন্য, তবে রোযা এর ব্যতিক্রম; কেননা, তা আমার জন্য এবং আমি (নিজেই) এর প্রতিদান দিব। আর রোযা (পাপের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ (কাজ করে)। সুতরাং তোমাদের কেউ যে দিন রোজা রাখে সেদিন যেন সে অশ্লীল কথা না বলে এবং চিল্লা-চিল্লি (ঝগড়া-ঝাটি) না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তবে যেন সে বলে : আমি একজন রোজাদার ব্যক্তি। যার হাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন তার কসম করে বলছি– রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মেশকের সুঘ্রাণের চেয়েও বেশি আনন্দদায়ক। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশির খবর আছে; একটি হলো, যখন সে ইফতার করে তখন সেই ইফতারী খেয়ে খুশি হয়, দ্বিতীয়টি হলো- যখন সে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে তার রোযার কারণে (তাঁর প্রভুর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে) খুশি হবে। (বোখারী হাদীস : ১৯০৪ ও মুসলিম)

লিখা ও সাক্ষী রাখার আদি কারণ

١٠٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهٗ رَبُّهٗ يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا اٰدَمُ اِذْهَبْ اِلٰى اُولٰئِكَ الْمَلاَئِكَةِ اِلٰى مَلَاٍ مِّنْهُمْ جُلُوْسٌ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى رَبِّهٖ فَقَالَ : هٰذِهٖ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ : اِخْتَرْ اَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّىْ وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّىْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ وَذُرِّيَّتُهٗ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ مَا هٰؤُلَاءِ؟ فَقَالَ : هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَاِذَا كُلُّ اِنْسَانٍ مَكْتُوْبٌ عُمْرُهٗ بَيْنَ عَيْنَيْنِ فَاِذَا فِيْهِمْ اَضْوَؤُهُمْ اَوْ مِنْ اَضْوَئِهِمْ لَمْ يُكْتَبْ لَهٗ اِلَّا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَ؟ قَالَ : هٰذَا ابْنُكَ دَاؤُدَ وَقَدْ كُتِبَ لَهٗ عُمْرُهٗ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ : اَىْ رَبِّ زِدْهُ فِىْ عُمْرِهٖ. قَالَ : ذَاكَ الَّذِىْ كَتَبْتُ لَهٗ قَالَ : فَاِنِّىْ جَعَلْتُ لَهٗ مِنْ عُمْرِىْ سِتِّيْنَ سَنَةً، قَالَ : اَنْتَ وَذَاكَ اُسْكُنِ الْجَنَّةَ فَسَكَنَ الْجَنَّةَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ اٰدَمُ يَعُدُّ

لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ : قَدْ عَجَلْتَ قَدْ كُتِبَ لِيْ أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ : بَلٰى وَلٰكِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَتُهُ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابَةِ وَالشُّهُوْدِ .

১০৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদমকে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে রূহকে ফুঁৎকার করে দিলেন তখন তিনি হাঁচি দিয়ে বলে উঠলেন : আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। তখন তার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রভু বলেন : আপনার প্রভু আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন। হে আদম, আপনি ঐ ফেরেশতাদের কাছে যান যারা ঐখানে বসে আছে। তাদেরকে ছালাম দিন।

তাই আদম (আ) সেখানে গিয়ে বললেন : আচ্ছালামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তাই ফেরেশতারাও ছালামের জবাবে বলল: ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম, অর্থাৎ আপনার ওপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত (করুণা) বর্ষিত হোক। তারপর আদম (আ) উপর আল্লাহ্র রহমত (করুণা) বর্ষিত হোক। তারপর আদম (আ) তাঁর প্রভুর নিকট ফিরে গেলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন : এটা আপনার অভিবাদন এবং আপনার সন্তানদের পরস্পরের অভিবাদন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উভয় হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন : এর যে কোন একটিকে আপনি পছন্দ করুন। তাই আদম (আ) বললেন : আমার প্রভুর ডান হাতকে আমি পছন্দ করলাম। অথচ আমার প্রভুর উভয় হাতই ডান হাত অর্থাৎ বরকতময়। তারপর আল্লাহ তাঁর ডান হাতকে প্রসারিত করে দিলেন। তখন সেখানে আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের দেখা গেল। তখন আদম (আ) বললেন: হে আমার প্রভু, এসব কী? আল্লাহ্ তখন বললেন: এসব আপনার বংশধর। প্রত্যেক মানুষের আয়ুষ্কাল তার দুচোখের মাঝখানে লিখা ছিল। তার মাঝে খুব উজ্জ্বল এক ব্যক্তির মাত্র চল্লিশ বৎসর আয়ুষ্কাল

লিখা ছিল। এটা দেখে আদম (আ) বললেন : প্রভু! ইনি কে? তখন আল্লাহ্ বললেন : ইনি আপনার পুত্র দাউদ (আ) আর তাঁর আয়ুষ্কাল মাত্র চল্লিশ বৎসর লিখা ছিল।

তখন আদম (আ) বললেন: প্রভু! আমার আয়ুষ্কাল থেকে (ষাট বৎসর) নিয়ে তাঁর আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ বললেন : ঠিক আছে, তাঁর জন্য তাই লিখে দিলাম। আদম (আ) বলেন : আমি আমার আয়ুষ্কাল থেকে ষাট (৬০) বৎসর তাঁকে দান করে দিলাম। আল্লাহ্ বললেন : এটা তোমার ও তাঁর ব্যাপার। তুমি এখন জান্নাতে বসবাস করতে থাক। তাই তিনি আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন ততদিন জান্নাতে বসবাস করলেন। তারপর সেখান থেকে তাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হলো।

আদম (আ) তার বয়সের হিসাব রাখছিলেন। অবশেষে যখন তাঁর নিকট মালাকুল মওত (মৃত্যুর) ফেরেশতা তাঁর জান কবয করতে এল তখন আদম (আ) তাকে বললেন : আপনি (নির্ধারিত) সময়ের আগেই এসে পড়েছেন। মালাকুল মওত তখন বললেন : হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু আপনি আপনার পুত্র দাউদকে আপনার আয়ুষ্কাল থেকে ষাট বৎসর দান করে দিয়েছিলেন, আদম (আ) তা অস্বীকার করেছিলেন, তাই তাঁর সন্তানগণও অস্বীকার করে, আদম (আ) ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর সন্তানগণও ভুলে যায়। সুতরাং সেদিন থেকেই আল্লাহ্ চুক্তিতে লিখে রাখার ও এর জন্য সাক্ষী রাখার আদেশ দেন। (এ হাদীসটি অন্য হাদীসের কারণে সহীহ্ এবং এটিকে ইব্নে আবু আসেম, সুনানে বায়হাকী : ২০৩০৭, ইব্নে হিব্বান তাঁর যাওয়ায়েদে ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন।)

নোট : এ হাদীস আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদের উচিৎ আমাদের দেনা-পাওনা ও চুক্তিকে লিখে রাখা; কেননা, আমরা যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারি অথবা দ্বিতীয় পক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব হতে পারে। যদি কোন সাক্ষী বা লিখিত দলিল না থাকে তবে হকদারের হক প্রমাণিত হবেনা। এতে তার নিজের জীবন ও উত্তরাধিকারীদের জীবন ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

মূসা (আ) ও মালাকুল মওতের কাহিনী

١٠٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهٗ : اَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا قَالَ : فَرَجَعَ الْمَلَكُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ : اِنَّكَ اَرْسَلْتَنِىْ اِلٰى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَاَ عَيْنَىَّ قَالَ : فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ عَيْنَهٗ وَقَالَ اِرْجِعْ اِلٰى عَبْدِىْ فَقُلْ اَلْحَيَاةَ تُرِيْدُ؟ فَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدَكَ مِنْ شَعْرِهٖ فَاِنَّكَ تَعِيْشُ بِهَا سَنَةً قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : ثُمَّ تَمُوْتُ قَالَ : فَالْاٰنَ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ اَمِتْنِىْ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ ـ

১০৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মালাকুল মওত মূসা (আ)-এর নিকট এসে বললেন: আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিন (অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য) প্রস্তুত হোন। নবী করীম ﷺ বলেন : তখন মূসা (আ) মালাকুল মওতের একটি চোখ উপড়ে ফেল্‌লেন। নবী করীম ﷺ বলেন : মালাকুল মওত তখন আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে গিয়ে বললেন: আপনি আমাকে আপনার এক বান্দার নিকটে পাঠিয়েছেন, সে মরতে চায়না বরং সে আমার চোখ উপড়ে ফেলেছে।

নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ্ তার চোখকে তখন ঠিক মত পুনরায় বসিয়ে দিয়ে বললেন : যাও, আমার বান্দার নিকটে যেয়ে বল : আপনি আরো বাঁচতে চান? যদি আপনি আরো বাঁচতে চান তবে একটি ষাড়ের পিঠে হাত রাখুন। আপনার হাতের মুঠোয় যত পশম পাইবে আপনি আরো তত বছর

বাঁচবেন। তখন মূসা (আ) বললেন : এরপর কি হবে? মালাকুল মওত বললেন : এরপর আপনি মারা যাবেন। তখন মূসা (আ) বললেন: তাহলে এখনই মারা যাওয়া ভাল। (এরপর তিনি প্রার্থনা করলেন) হে প্রভু! আমাকে বাইতুল মোকাদ্দাসের (ফিলিস্তীনের) ভূমিতে একটি পাথরের আঘাতে মৃত্যু দান করুন। (সহীহ হাদীস, মুস্লিম : ২৩৭২)

নোট : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় কেউ মরতে চায়না অথচ মৃত্যুকে সকলেই ভয় পায়। অন্তরের এ ভয় আমাদেরকে অন্য একটি বিষয় শিক্ষা দেয়: যেমন, মানুষ পরকালে তাদের অজানা অবস্থাকে ভয় পায়। মৃত্যুই শেষ নয়। মন একথা বুঝে যে, মৃত্যুর পর কিছু একটা হবে; কিন্তু, কাফেররা এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।

আইয়ুবের (আ) প্রতি আল্লাহ্র দয়া (রহমত)

١٠٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ فَنَادٰى رَبُّهُ : يَا أَيُّوْبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى؟ قَالَ : بَلٰى يَارَبِّ وَلٰكِنْ لَاغِنَىً لِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ ـ

১০৯. নবী করীম ﷺ-এর বরাতে আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : আইয়ুব (আ) যখন উলঙ্গ অবস্থায় গোছল করছিলেন তখন এক ঝাঁক স্বর্ণের পঙ্গপাল তার উপরে এসে পড়ল। তখন তিনি সেগুলোকে তাঁর কাপড়ে তুলে নিতে লাগলেন। তখন তার প্রভু ডাক দিয়ে বললেন : হে আইয়ুব! আপনি যা দেখবেন এর চেয়ে বেশি সম্পদ দান করে আমি কি আপনাকে এর থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিইনি? তখন আইয়ুব (আ) বললেন: হ্যাঁ, হে প্রভু! কিন্তু, আমি আপনার বরকত, মঙ্গল বা কল্যাণ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারিনা।

(এ হাদীসটি সহীহ, বুখারী : ৩৩৯১)

ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগের বংশ-মর্যাদার দাবী করার বিপদ

١١٠- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضى) قَالَ : انْتَسَبَ رَجُلاَنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَنَا فُلاَنُ بْنِ فُلاَنٍ فَمَنْ اَنْتَ لاَ اُمَّ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (انْتَسَبَ رَجُلاَنِ عَلٰى عَهْدِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ حَتّٰى عَدَّ تِسْعَةً فَمَنْ اَنْتَ لا اُمَّ لَكَ قَالَ : اَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ابْنُ الاِسْلاَمِ. قَالَ : فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِنَّ هٰذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ اَمَّا اَنْتَ اَيُّهَا الْمُنْتَمِيُ اَوِ الْمُنْتَسِبُ اِلٰى تِسْعَةٍ فِى النَّارِ فَاَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا هٰذَا الْمُنْتَسِبُ اِلَى اثْنَيْنِ فِى الْجَنَّةِ فَاَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِى الْجَنَّةِ.

১১০. উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর যুগে দু'ব্যক্তি বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করেছিল। তাদের একজন বলেছিল : আমি অমুকের পুত্র অমুক, কিন্তু, তুই কে-রে? তোরতো বেটা কোন মা-ই (ভিত্তিই) নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মূসা (আ)-এর যুগে দু'ব্যক্তি বংশ মর্যাদা নিয়ে বড়াই করেছিল। তখন তাদের একজন বলেছিল : আমি অমুকের পুত্র অমুক। এভাবে যে নয়জনের নামোল্লেখ করে বলেছিল : কিন্তু, তুই কে-রে? তোরতো কোন মা-ই (ভিত্তি-ই) নেই। তখন অপরজন বলেছিল : আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইসলামের পুত্র (অর্থাৎ আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারী)

এভাবে সে দুজনের নামোল্লেখ করেছিল। নবী করীম ﷺ বলেন : সুতরাং এ লোক দুটিকে বলার জন্য আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর নিকট এ কথার ওহী নাযিল

করলেন যে, হে, তুমি শোন, যে নাকি নয় জনের নামোল্লেখ করে বাহাদুরী করেছ, তারা নয়জন ও তুমি একজন এ দশজনই জাহান্নামী। আর তুমি শোন, যে-না কি দুজনের নামোল্লেখ করেছি, তারা দু'জন ও তুমি এক এ তিন জনই জান্নাতি।

(এ হাদীসের সনদ সহীহ্ এবং ইমাম মুস্নাদে আহমদ : ২১১৭৮।)

নোট : ইসলাম (ধর্ম) শুধুমাত্র ধার্মিক (পরহেযগার) লোকদেরকেই মূল্যায়ন করে- সে যেকোন বংশের বা গোত্রের, অবস্থার (ধনী বা দরিদ্র) (ও অতীত ইতিহাসের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার ভাল-মন্দ ইতিহাসের) হোকনা কেন তাতে কিছু আসে যায় না। যে যত বেশি নেক আমল করবে সে তত বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে। একইভাবে মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্য বান্দারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট- তাদের বর্ণ, গোত্র, উৎস, সম্পদ, পদমর্যাদা বা পেশা যাই হোকনা কেন তাতে কিছু যায় আসেনা।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	১২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী	৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	মুত্তাফাকুন আলাইহি	৯০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	২৫০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	বিবাহ ও তালাকের বিধান -মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী -মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - আব্দুল হামীদ ফাইজী	১২০
২৯.	ইসলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁন্দের ফযিলত - মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮০
৩০.	দোয়া কবুলের শর্ত -মো: মোজাম্মেল হক	৯০
৩১.	আয়াতুল কুরসীর তাফসীর -ফজলে ইলাহী	১২০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান -মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৮	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাও: আ: ছালাম মিয়া	২৫০

৩৯.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল কুরনী	১৫০
৪০.	রিয়াদুস সালেহীন	
৪১.	আল্লাহর ৯৯টি নামের ফযীলত	
৪২.	রাসূলের ৯৯টি নামের ফযীলত	
৪৩.	রাসূল (সা)-এর ২০০টি সোনালী উপদেশ	
৪৪.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ	
৪৫.	যে গল্প প্রেরণা যোগায়-১ ,২,৩	
৪৬.	শব্দে শব্দে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর শিখানো দু'আ	

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০		
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	২০. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০		
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২১. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৩. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৪. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৭. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	২৯. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩০. ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩১. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২০১৪

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

ক. মহিলা সম্পর্কে আল কুরআনে ২৫. সূরা খ. রাসূল (সা)-এর মু'জেযা গ. গোল্ডেন ইউজফুল ওয়ার্ড ঘ. রাসূল (সা)-এর অজিফা, ঙ. চল্লিশ হাদীস, চ. তওবা ও ক্ষমা, ছ. আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে জ. মক্কা ও মদীনার ইতিহাস ঝ. হযরত লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিলেন যেভাবে, ঞ. আসহাবে কাহফ, ট. চার খলিফা ঠ. ইসলামী সাধারণ জ্ঞান **ড. ক্বাসাসুল আম্বিয়া ঢ. আল কুরানুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত,**

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq@yahoo.com